৭০৮-

ছুরা ইয়াছীন্

আফ্‌তাবে-শরিয়ত, মাহ্‌তাবে-তরীকত, মোহ্‌ইয়ে-ছুন্নত,
মাহীয়ে-বেদয়াত, জোব্দাতোল্-আরেফীন, শায়খোল্-
মোহাক্কেকীন্ জনাব হজরত
মওলানা শাহ সুফী হাজী—
মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীকি সাহেব কর্ত্তৃক
অনুমোদিত।

খাদেমোল্ এস্লাম—
আহমদ আলী এনায়েতপুরী
সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৶০ তিন আনা।

জেলা যশোহর, পোঃ চুড়ামনকাটি,
এনায়েতপুর নিবাসী
খাদেমোল্ এস্লাম—
আহমদ আলী এনায়েতপুরী
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

ফুরফুরা শরীফ PDF লাইব্রেরী

প্রিণ্টার
শ্রীঅশ্বিনীকুমার মিত্র
ইস্লামিয়া প্রিন্টিং হাউস্
৯৭নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ان لكل شيئا قلبا و قلب القرآن يس

ছুরা ইয়াছীন্

—০:*:০—

আফ্তাবে-শরিয়ত, মাহ্তাবে-তরীকত, মোহ্ইয়ে-ছুন্নত, মাহীয়ে-বেদয়াত,
জোব্দাতোল্-আরেফীন, শায়েখোল্-মোহাক্কেকীন জনাব হজরত
মওলানা শাহ সুফী হাজী—
মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দীকি সাহেব কর্ত্তৃক
অনুমোদিত।

—:০:০:—

জেলা যশোহর, পোঃ চুড়ামনকাঠি, এনায়েতপুর নিবাসী
খাদেমোল্ এস্লাম—
আহমদ আলী এনায়েতপুরী
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

সন ১৩৩৫ সাল।

All rights reserved.] [মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

ভূমিকা

রহমানুর রহীম্ আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে 'ছুরা ইয়াছীনের' বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফ্ছীর জনাব হজরত পীর সাহেব কেবলার অনুমোদিত হইয়া প্রকাশিত হইল। তেলাওতের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বুঝিবার বিশেষ সুবিধার জন্য এক পার্শ্বে আয়তের নম্বরসহ আরবীতে ছুরাটি, অপর পার্শ্বে তাহার বিষদ বাংলা ব্যাখ্যা আয়ত-নম্বরের সহিত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক পৃষ্ঠার নিম্নভাগে আয়ত সমূহের নম্বর উল্লেখ করিয়া সংক্ষিপ্ত তফ্ছীর ও টীকা-টীপ্পনী যথেষ্ট সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইল। খোদাতা'লার মেহেরবানীতে ইহা দ্বারা জন-সমাজ উপকৃত হইলে মশ্কুর ও মমনূন্ হইব।

ছুরা ইয়াছীনের অর্থ ও তফ্ছীর লিখিতে কবীর, রুহোল বয়ান, রুহোল্ মায়ানী, হাশ্মামী, খাজেন, মাদারেক, মায়ালেমুত্তনজীল্, কাশ্বাফ্, এব্নে জরীর, নায়ছাপুরী, হোছায়নী নামক তফ্ছীর সমূহ অবলম্বন করা হইয়াছে।

ইহা পুস্তকাকারে ছাপিবার পূর্ব্বে মদীয় পরম শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ আলেমে বা আমল্, ফাজেলে বে-বদল্ জনাব মওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহল আমীন সাহেবের সাহায্যে ভুল-প্রমাদগুলি সংশোধন করিয়া লওয়া হইয়াছে। তিনি 'ছুরা ইয়াছীন্' দেখিয়া যথেষ্ট সন্তুষ্টি প্রকাশ ও দোয়ায়ে খায়ের করিয়াছেন।

ব্যস্ততা হেতু আমি নিজে উহার প্রুফ দেখিতে সক্ষম হই নাই। প্রুফ সংশোধনের ত্রুটিতে ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হইলে উহার জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। এন্শা আল্লাহ্ আগামীবারে উহার যথেষ্ট প্রতীকার করা হইবে।

এনায়েতপুর
১৫ই মাঘ, ১৩৩৫।

আল্-আরেজ—
আহ্মদ আলী এনায়েতপুরী।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على
رسوله سيدنا محمد و اله و اصحبه اجمعين *

ছুরা ইয়াছীন্

—:*:—

শানে-নজুল ও ফজীলৎ

কালামে-মজীদ্ কোর্আনে-করীমের ষষ্ঠ ত্রিংশতিতম ছুরার (অধ্যায়ের) নাম—ছুরা ইয়াছীন্। ইহা কোর্আন শরীফের দ্বাবিংশতিতম পারার (পরিচ্ছদের) শেষে ও ত্রয়োবিংশতিতম পারার প্রথমে সন্নিবেশিত এবং মক্কা মোয়াজ্জমায় অবতারিত (নাজেল্) হইয়াছে। এই ছুরায় ৮৩ তিরাশিটি আয়াত এবং পাঁচটি 'রুকু' আছে।

তফ্ছীর সমূহে ইহার 'শানে-নজুল' অর্থাৎ অবতারণ-ঘটনা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কাবাসি কাফেরগণ বলিত, আবুতালেবের এতীম (পিতৃহীন) ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ (দঃ) কখনও কোন মাদ্রাসা মক্তবে গমন কিংবা কাহারও নিকট কিছুমাত্র বিদ্যাশিক্ষা করে নাই; অতএব সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ উম্মি (নিরক্ষর) হইয়াও কিরূপে পয়গম্বর অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষগণের অন্তর্ভুক্ত হইল?

আহ্কামোল্-হাকেমীন্ আল্লাহ্ তা'লা এই ছুরা নাজেল্ করিয়া কাফের-দিগের সন্দেহ-ভঞ্জন এবং তাহাদের অযথা দাবীর প্রতিবাদ করতঃ রেছালৎ মা'ব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রেরিতত্ব ও নবুওতের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

তফ্ছীর রূহোল্ বয়ানে বর্ণিত আছে যে, হাদীছ শরীফে হজরত রছুলুল্লাহ

(দঃ) বলিয়াছেন,—ان لكل شيء قلبا و قلب القران يس অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর হৃদয় (কল্‌ব্) আছে, কোরান শরীফের হৃদয়—ছুরা ইয়াছীন্।

কথিত হইয়াছে, কল্‌ব্ অর্থে মুল অথবা সারাংশ। পার্থিব জীবন অতিবাহিত হইবার পর মৃত্যুমুখে পতিত, তৎপর কেয়ামত দিবসে পুনর্জ্জীবিত হইয়া প্রত্যেকেরই স্ব স্ব কার্য্য-বিবরণী প্রদর্শন ও তদনুরূপ ফলভোগ করিতে হইবে। ইহা জ্ঞাপন করাও কোরান শরীফ নাজেল্ হইবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য; সুতরাং উক্ত বিষয় সমূহের সারাংশ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে "কল্‌বুল্ কোরান" বা কোরানের হৃদয় বলা হয়।

আদম সন্তানগণ তিনটি বিশেষ বিষয়ের উপর আন্তরিক পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া ঈমান খাঁটি করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি আল্লাহতা'লার 'অহ্‌দানিয়ৎ' বা একত্ব; দ্বিতীয়টি 'রেছালৎ' বা পয়গম্বরগণের প্রেরিতত্ব এবং তৃতীয়টি 'হাশর্-নশর্' বা কেয়ামতে পুনরুত্থান। এই তিনটি বিষয়ের বিবরণ উক্ত ছুরায় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াও উহাকে কোরানের হৃদয় বলা হয়।

হাদীছ শরীফে আছে, হজরত নবী করিম ছল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভের আশায় যে মোসলমান ব্যক্তি একবার ছুরা ইয়াছীন্ তেলাওৎ (পাঠ) করে, তাহাকে দ্বাবিংশতিবার কোরান শরীফ খতম (সমাপ্ত) করিবার নেকী (পুণ্য) দান এবং তাহার গোনাহ্ মাফ করা হয়।

হাদীছে আরও উক্ত হইয়াছে যে, যে স্থানে ছুরা ইয়াছীন্ তেলাওৎ করা হয়, তথাকার বিপদ-আপদ ও দুঃখ দুরীভুত হয়।

হজরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন যে, মৃত্যু-শয্যায় শায়িত কোন মোসলমান ব্যক্তির নিকট ছুরা ইয়াছীন্ তেলাওৎ করিলে তাহার জান্ কান্দানি অর্থাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণা লাঘব হয়। উক্ত ছুরার প্রত্যেক অক্ষরের জন্য দশ দশটি ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ হইয়া দলবদ্ধাবস্থায় তাহার গোনাহ্ মোচন হেতু দোয়া করেন এবং মৃত্যু অন্তে তাহার জানাজা নামাজের সঙ্গী হইয়া খোদাতা'লার নিকট পারলৌকিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতে থাকেন। এমন কি দফন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা উহা করেন।

যে ব্যক্তি ছুরা ইয়াছীন্ তেলাওৎ করে, কেয়ামত দিবসে উক্ত ছুরা তাহার গোনাহ মাফ হইবার জন্য খোদাতা'লার নিকট শাফায়াৎ করিবে।

মোসলমানের কবর সমীপে ছুরা ইয়াছীন্ তেলাওৎ করিলে গোরবাসিদিগের শাস্তি হ্রাস-প্রাপ্ত হয়।

প্রত্যেক প্রকার ব্যাধির জন্য ছুরা ইয়াছীন্ মহৌষধ। উহা পাঠ করিয়া রোগবিশিষ্ট ব্যক্তির উপর ফুৎকার প্রদান করিলে অথবা উহা লিখিয়া ধৌত করতঃ পান করাইলে আল্লাহর অনুগ্রহে শারীরিক ও আত্মিক সকল প্রকার রোগ বিদূরীত হইয়া যায়।

শেখ আক্‌বর (রঃ) বলিয়াছেন, এক সময়ে আমি কঠিন রোগ হেতু মৃতপ্রায় ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, কতিপয় ভীষণাকৃতি কদাকার লোক আমার উপর অত্যাচার করিবার জন্য আসিতেছে। এমন সময় জনৈক সবল ও সুশ্রী পুরুষ অমিতবিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিতাড়িত করিয়া আমাকে নিরাপদ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? তিনি বলিলেন—আমি ছুরা ইয়াছীন্, তোমার বিপদ দূর করিয়া দিলাম। তৎপরে আমার চৈতন্যোদয় হইলে দেখিতে পাইলাম যে, মদীয় পিতা সাহেব আমার শিয়রে বসিয়া ছুরা ইয়াছীন্ পাঠ করিতেছেন। উক্ত ছুরা তেলাওৎ সমাপন হইলে আমি সমস্ত ঘটনা পিতৃ-সকাশে বর্ণনা করিয়াছিলাম। ইহার কিছুদিন পরে হাদীছ শরীফে ছুরা ইয়াছীনের উপরোক্ত প্রকার ফজীলৎ ও মাহাত্ম্যের বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি।

অসাধারণ নেয়ামত ও বরকত পূর্ণ ছুরা ইয়াছীন্ অন্ততঃ দৈনিক একবার তেলাওৎ করিলে ইহ-পারলৌকিক বহু বিষয়ের অবর্ণনীয় মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

ছুরা ফাতেহা'

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ○

বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্-তা'লার নিকট রক্ষা চাহিতেছি।

بسم الله الرحمن الرحيم

সর্ব্বপ্রদাতা করুণাময় আল্লাহর নামে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ
يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ۝

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতি-পালক ; সর্ব্ব-প্রদাতা, দয়ালু এবং বিচার-দিবসের অধিপতি। (হে আল্লাহ্ তা'লা) আমরা কেবল-মাত্র তোমারই এবাদত করি-তেছি এবং তোমারই নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতেছি। তুমি আমাদিগকে সরল পথটি প্রদর্শন কর, যে পথের অধিষ্ঠিতগণের উপর তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ ; যাহাদের উপর গজব নাজেল হয় নাই অথবা যাহারা গোমরাহ্ নহে।

ছুরা ইয়াছীন্

বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্-তা'লার নিকট রক্ষা চাহিতেছি।

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ○

সর্ব্ব প্রাণীর করুণাময় আল্লার নামে

بسم الله الرحمن الرحيم

ইয়াছীন্ (১)। জ্ঞান-বিজ্ঞান (হেকুমত) সম্পন্ন কোরানের

يس ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ

---

(১) তফছীরকারকগণ বলিয়াছেন যে, আরববাসিগণ সাধারণতঃ খুব সংক্ষেপের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন। তাহাদের প্রথানুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা يس "ইয়া ছীন্" এই দুইটি অক্ষরে দুইটি শব্দের সংক্ষেপ ব্যবহার করিয়াছেন। আরবীয় নিয়মানুসারে ي "ইয়া" হরুফে-নেদা অর্থাৎ সম্বোধন সূচক অক্ষর এবং س "ছীন্" এন্ছান (মানুষ) শব্দের সংক্ষেপ। অতএব يس 'ইয়া' এবং 'ছীন্' এই দুইটী অক্ষরে ইয়া এন্ছান (হে মনুষ্য) অর্থাৎ 'হে মোহাম্মদ!' বুঝিতে হইবে।

কেহ বলিয়াছেন, س 'ছীন্' অর্থে سيد 'ছইয়েদ্' ধর্ত্তব্য হইয়া يس "ইয়া-ছীন্" অর্থাৎ 'ইয়া ছইয়েদাল্ মোর্ছালীন্' (হে প্রেরিত পুরুষ শ্রেষ্ঠ) হইবে।

কোন কোন তফছীরকারক বলিয়াছেন, 'ইয়াছীন্' হজরত নবী করিমের (দঃ) একটি বিশিষ্ট নাম।

অধিকাংশ 'মোফাছ্ছের'গণের মতে উহা "হোরুফে-মোকাত্তায়াৎ" এবং উহার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেহ অবগত নহেন। আল্লাহ্ তা'লা হজরত নবী করিম (দঃ)কে অবগত করাইয়াছেন বলিয়া তিনি উহা অবগত ছিলেন।

হাদীছে আছে, হজরত জেবরাঈল্ (আঃ) ফেরেশ্তা আল্লার কালাম كهيعص নাজেল করিবাকালীন হজরতকে বলিয়াছিলেন ك "কাফ্" হজরত বলিলেন علمت অর্থাৎ অবগত হইলাম। এইরূপ প্রত্যেক অক্ষর বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই হজরত বলিয়াছিলেন علمت অবগত হইলাম। ইহাতে ফেরেশ্তা জেবরাঈল্ (আঃ) আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, আপনি কিরূপে ঐ সমস্ত অক্ষরের অর্থ অবগত হইলেন? আমি উহার অর্থ অবগত হইতে পারি নাই। এবম্বিধ প্রমাণে প্রমাণিত আছে যে. ঐ সমস্ত অক্ষরের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই অবগত নহেন। হজরত রসুলুল্লাহ্‌কে (দঃ) আল্লাহ তা'লা অবগত করাইয়াছিলেন, তাই তিনিও তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

কছম (২), (হে মোহাম্মদ) নিশ্চয় তুমি সরল পথের উপর অধিষ্ঠিত রছুলদিগের অন্তর্ভুক্ত (৩+৪)।

করুণাময় পরাক্রান্ত (আল্লাহ্) কর্ত্তৃক অবতারিত, যাহাদের পিতৃ-পুরুষগণকে ভয় প্রদর্শন

الْحَكِيْمِ ۙ (٢) اِنَّكَ لَمِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ ۙ (٣) عَلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ ٤
تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ (٥)

(২+৩+৪) জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি প্রত্যেক প্রকার জ্ঞানের আধার বলিয়া কোরান শরীফকে حكيم 'হাকীম' বলা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'লা এই পূর্ণ কেতাব মহাকোরানের শপথ করিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) রেছালৎ অর্থাৎ প্রেরিতত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। অন্য কোন পয়গম্বরের প্রেরিতত্বের সাক্ষ্য প্রদান হেতু আল্লাহ্ তা'লা কছম করেন নাই; সুতরাং খোদা তা'লার এই শপথ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্বের জ্বলন্ত পরিচায়ক।

কোন বিষয়ের নিশ্চয়তা (তা'কীদ) ঘোষণা করিতে হইলে শপথ বা কছম করিবার রীতি আরববাসিগণের বিশিষ্ট নিয়ম। খোদা তা'লা এই আয়ত সমুহে আরবীয় নিয়মানুসারে শপথপূর্ব্বক সন্দিহানদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া তদীয় হবীবে আক্রম্ রেছালৎ-মা'ব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) নবুওতের ভিত্তি অটুট অক্ষয় হইবার সাক্ষ্য প্রদান এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম-বিধিকে একমাত্র সরল ও সত্যপথ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

(৫+৬) কালামে-পাক কোরান-মজীদ্ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা কর্ত্তৃক অবতারিত এবং ইহা যে মনুষ্য অথবা অন্য কোন সৃষ্টির রচিত নহে تنــزيل العــزيز الرحيــم আয়তে তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

আল্লাহ্ কর্ত্তৃক অবতারিত সর্ব্ববিধ জ্ঞানের আকর এই কোরান-মজীদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী অজ্ঞ এবং পথ-ভ্রান্ত দলকে সুপথে আনয়ন হেতু لتنــذر শব্দে খোদাতা'য়ালা হজরতের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, অসৎ কার্য্যের প্রতিফল—মহা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কর।

যাহাদের পিতৃপুরুষগণকে ভয় প্রদর্শন করা হয় নাই, কাজেই তাহারা নির্ভীক রহিয়াছে; সেই অজ্ঞদলকে ভয় প্রদর্শন কর। তফ্ছীর কবীরে আছে, এই আয়তে উক্ত ما শব্দটী موصولة সুতরাং ইহার ২.শস্ত অর্থ ইহাই হইবে যে, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে গোণাহ্ কার্য্যের প্রতিফল—দোজখের মহা শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল কিন্তু তাহারা তাহা গ্রহণ করে নাই; সেই গাফেল ও ভ্রান্তদলকে ভীতি-প্রদর্শন করিয়া সৎপথে আনয়ন কর।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ
فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾
إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا
فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ

করা হয় নাই সেই দলকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য পরন্তু তাহারা অজ্ঞ (৫+৬)।

অবশ্যই তাহাদের অনেকের সম্বন্ধে (শাস্তির) কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে, কাজেই তাহারা ঈমান আনিতেছে না (৭)। নিশ্চয় আমি তাহাদের গ্রীবাদেশে (গর্দ্দানে) গলবন্ধন স্থাপন করিয়াছি, অনন্তর উহা চিবুক পর্য্যন্ত,

তওরাত, ইঞ্জিলের প্রকৃত শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ও যাহারা মুছায়ী ঈছায়ী দ্বীনের দাবীদার কিম্বা তওহীদের (একত্বের) মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া অবতারবাদী অথবা যাহারা সত্য-সনাতন এস্‌লামের অনুবর্ত্তী নহে, তাহাদিগকে অর্থাৎ বিশ্ব-মানবের সমস্ত ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে সু-পথ প্রদর্শন হেতু হজরত নবী করিম (দঃ) পয়গম্বর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণ কোন বিশিষ্ট জাতি, দেশ অথবা সমাজের সুপথ-প্রদর্শন হেতু প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) সমগ্র বিশ্ব-মানবের সু-পথ প্রদর্শন ও কল্যাণ সাধনের জন্য প্রেরিত, সুতরাং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্যের উপর অনিবার্য্য। হজরত বলিয়াছেন, بعثت للناس كافة অর্থাৎ আমি সমগ্র মানবজাতির হিতার্থে প্রেরিত হইয়াছি।

(৭) অন্যায় কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল—দোজখের মহাশাস্তিভোগ; অসৎ কর্ম্মীর জন্য এই শাস্তি সুনিশ্চিত। তাই খোদাতা'লা অবিশ্বাসিদিগের শাস্তি-বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, তাহাদের অনেকের অর্থাৎ অবিশ্বাসী এবং অপকর্ম্মীদের জন্য শাস্তির কথা নিশ্চিত।

আল্লাহ্‌তা'লা অনাদিকাল হইতে ভবিষ্যৎ সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানবান। সুতরাং কোন্ কোন্ ব্যক্তি স্বীয় অপকর্ম্মের জন্য শাস্তির যোগ্য হইবে অথবা ঈমান আনয়ন করিবে, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি চিরকাল হইতে অবগত আছেন।

(৮) আল্লার আদেশে সংস্থাপিত গ্রীবা-বেষ্টনি তাহাদের গলদেশের চিবুক পর্য্যন্ত বেষ্টন করিবার জন্য তাহারা উর্দ্ধ-মস্তক ও অসাড় অবস্থায় রহিয়াছে।

তফ্‌ছীর হাক্কানীতে এই আয়তের 'শানে-নজুল' বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরতের মস্তক চূর্ণ করিবার জন্য একদা আবুজহল শপথপূর্ব্বক প্রস্তর হস্তে অগ্রসর

مُّقْمَحُوْنَ ○ (٨) وَجَعَلْنَا
مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّ
مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ
فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿ (٩)

অতঃপর তাহারা ঊর্দ্ধ-মস্তক হইয়া আছে (৮)।

এবং তাহাদের সম্মুখে এক প্রাচীর ও তাহাদের পশ্চাতে এক প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি, পরে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছি, পরন্ত তাহারা দেখিতেছে না (৯)।

হয়। হজরত সেই সময় নামাজে রত ছিলেন। তাঁহার ছেজ্‌দা করিবাকালীন আবুজহল্ প্রস্তর নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্যে হস্তোত্তোলন করিলে উত্থিত হস্ত গল বেষ্টিত হইয়া যায় এবং প্রস্তরখণ্ড করতলবদ্ধ হইয়া চিবুক-নীম্নে সংযুক্ত হয়। এই আকস্মিক ঘটনায় সে চলৎ-শক্তি রহিত হইয়া ঊর্দ্ধ-মস্তক অবস্থায় থাকে। মখ্‌জুমী বংশীয় কতিপয় ব্যক্তি বহু আয়াসে উক্ত অপ্রত্যাশিত বিপদ হইতে তাহার উদ্ধার সাধন করে। আবুজহল্ বাধ্য হইয়া এবারকার মত হজরতের মস্তক চূর্ণ করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল।

(৯) তফ্‌ছীর হাম্মামীতে এই আয়তের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে যে, মখ্‌জুমী-বংশীয় জনৈক ব্যক্তি আবু-জহলের হস্তস্থিত উক্ত প্রস্তরখণ্ড লইয়া হজরতকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে গমন করে। হজরত নবী করীম (দঃ) তখনও নামাজ পাঠে রত ছিলেন। হত্যা-প্রয়াসী উক্ত লোকটির দৃষ্টি-শক্তি এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল যে, সে ব্যক্তি হজরতকে আদৌ দেখিতে পাইল না; কিন্তু শব্দ শুনিতে ও তাহার অগ্রপশ্চাতে প্রাচীর দেখিতে পাইল। ইহাতে সে বিফল মনোরথ অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকলকে বলিল যে, আমি মোহাম্মদ (দঃ)কে দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতেছিলাম; আরও আমার অগ্র পশ্চাতে ভীষণাকৃতি কি এক ভয়াবহ জন্তু প্রাচীরের ন্যায় অবস্থান করিয়া গর্জ্জন করিতেছিল। যদি আমি নিকটবর্ত্তী হইতাম, তবে নিশ্চয় আমার নিপাত সাধন করিত। ইহার পরেও যখন আবুজহল্ হজরতকে নিহত করিবার জন্য অগ্রসর হইত, তখন তাঁহাকে দেখিতে পাইত না এবং তাহার অগ্র পশ্চাতে প্রাচীর বেষ্টিত দেখিত।

তফ্‌ছীর কবীরে বর্ণিত এই আয়তের বহুবিধ ব্যাখার মধ্যে ইহাও একটি যে, খোদাতা'লার অসীম কুদ্‌রতে মানবের সৃষ্টি অর্থাৎ তাহাদের উৎপত্তি আল্লাহ্ তা'লার (কুদ্‌রত) হইতে এবং তাহাদের গন্তব্যস্থল আল্লাহর সকাশ। কিন্তু কাফেরগণ তাহাদের উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে এরূপ অন্ধ ও

وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○ (১০)
إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

এবং তুমি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর তাহাদের জন্য একই কথা, তাহারা ঈমান আনিবে না (১০)। ইহা ব্যতীত নহে যে, তাহাকে ভয় প্রদর্শন কর, যে ব্যক্তি উপদেশের অনুগত হয় এবং রহমান (আল্লাহ্)কে না দেখিয়া অন্তরে ভয় করিয়া থাকে; অনন্তর ক্ষমা এবং মহা

নিশ্চিন্ত হইয়াছে যে, যেন তাহারা অগ্র-পশ্চাতে অজ্ঞানতার মহা-প্রাচীর বেষ্টিত অবস্থায় রহিয়াছে।

(১০) স্বীয় দুষ্কৃতি এবং বিশ্বাস-হীনতার জন্য তাহারা জ্ঞানান্ধতার এরূপ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে অসৎকার্য্যের শাস্তির ভীতি ও সত্য-পথ প্রদর্শন করিলেও তাহারা বিশ্বাস আনয়ন করিবে না। সুতরাং তাহাদিগকে ভীতি-প্রদর্শন করা বা না করা একই কথা।

অনাদি-অনন্ত আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার পূর্ণ এবং ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞান দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্তই চিরকাল হইতে অবগত। কাহারা ঈমান আনিবে এবং কাহারা ঈমান আনিবে না, এ বিষয়েরও বিন্দুমাত্র তাঁহার নিকট অবিদিত নাই। তাই তিনি দল বিশেষের অর্থাৎ যাহারা সদুপদেশ গ্রহণ করিবে না তাহাদেরই সম্বন্ধে উক্ত আয়ত নাজেল করিয়াছেন।

(১১) যাহারা খোদা ও রছুলের কোরান, হাদীছের উপর পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া তৎসমূহের অনুসরণ করে; অনাদি, অনন্ত ও অসীম খোদাকে সসীম চক্ষু সাহায্যে অবলোকন অসম্ভব বিধায় তাঁহাকে না দেখিয়া তাঁহার একত্ব ও অস্তিত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁহাকে ভয় করে; সেই সমস্ত লোককে ভীতি-প্রদর্শন এবং তাহাদের এই সুকৃতির মহাপুরস্কার ও অপরাধ সমূহের ক্ষমা-সংবাদ জ্ঞাপন কর। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার কালামের উপর বিশ্বাসী নহে, তাহাদিগকে তদীয় আজ্ঞানুযায়ী ভীতি-প্রদর্শন করা বা না করা একই কথা, কেননা আল্লার উপর বিশ্বাসী না হইলে তাঁহার আদেশের উপর বিশ্বাসী হওয়া অসম্ভব।

তফ্‌ছীর কবীরে الذكر শব্দের অর্থে লিখিত হইয়াছে যে, উহাতে ال এই অক্ষরদ্বয় সংযুক্ত হওয়ায় উহার অর্থ—কোরান শরীফ। হাম্মামীতে উহার অর্থ কোরান হাদীছের উপদেশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। بالغيب

পুরস্কারের সু-সংবাদ তাহাকে প্রদান কর (১১)।	وَاَجْرٍ كَرِيْمٍ ○ (١١) اِنَّا نَحْنُ
নিশ্চয় আমি মৃতদিগকে জীবিত করি এবং যাহা তাহারা	نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ
অগ্রে পাঠাইয়াছে ও তাহাদের	مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ وَكُلَّ

শব্দের অর্থ—যাহা অদৃশ্য। উহা وحدانيت অর্থাৎ আল্লার একত্ব, قيامة احوال কেয়ামত দিবসের ঘটনা এবং تقدير অদৃষ্ট ইত্যাদি বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

(১২) আমি মৃতদিগকে জীবিত এবং তাহাদের অগ্রে প্রেরিত ও পশ্চাতে পরিত্যক্ত কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করি। এবং প্রত্যেক বিষয় লিপিযোগে আয়ত্ত করিয়া থাকি। পুর্ব্বোক্ত আয়তে যে مغفرت ক্ষমা এবং اجر كريم মহাপুরস্কারের সুসংবাদ খোদা-ভীরুদের জন্য বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীতে উহা যথাযথরূপে দান করা সম্ভবপর হয় না। প্রকৃত মহা-পুরস্কার বেহেশ্‌তেই সম্ভবপর; ঐ স্থানের অপার্থিব নেয়ামত সমূহই মহা পুরস্কার। খোদা-প্রেম খোদা-সান্নিধ্য ইত্যাদির সমাবেশ স্থান—বেহেশ্‌ত; সুতরাং বেহেশ্‌তবাসী না হওয়া পর্য্যন্ত সম্যকরূপে মহা-পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। আবার বেহেশ্‌তবাসী হইবার জন্য مغفرت অর্থাৎ খোদা কর্ত্তৃক ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়াও আবশ্যক. কাজেই ক্ষমা ও মহা-পুরস্কারের জন্য বেহেশ্‌ত এবং বেহেশ্‌তের জন্য মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অত্যাবশ্যক; তাই খোদাতা'লা বলিতেছেন;— انا نحن نحي الموتى নিশ্চয় আমি কেয়ামত দিবসে মৃতদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিব।

و نكتب ما قدموا الخ পার্থিব জীবদ্দশায় তাহারা যে সমস্ত হিতাহিত কার্য্য করিয়া গিয়াছে, কিংবা তাহাদের মৃত্যুর পরে তাহাদের পূর্ব্বকৃত কার্য্যের ফল স্বরূপ যাহা হইতে থাকিবে, তৎসমুদয় প্রকাশ্য কেতাবে লিপিবদ্ধ করাইয়া থাকি; যেহেতু উহা কেয়ামত দিবসে তাহাদের কার্য্যবিবরণীরূপে গৃহীত হইবে। কোরান শরীফের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে;— وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমাদের উপর রক্ষক ও গৌরবান্বিত লিপিকর (ফেরেশ্‌তা) সকল (নিয়োজিত) হইয়াছে, তোমরা যাহা কর, তাঁহারা তাহা অবগত হন।" কোরান শরীফে আরও উক্ত হইয়াছে যে;—'প্রত্যেক মানুষের গলদেশে তাহার লিপি আবদ্ধ করিয়াছি এবং কেয়ামত দিবসে তাহা তাহার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিব, সে তাহা বিস্তারিতরূপে দেখিতে পাইবে।' কেয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য বিবরণী দর্শন ও তদনুযায়ী ফলভোগ করিবার স্পষ্ট প্রমাণ উপরোক্ত আয়তেও অবগত হইতে পারা যায়।

চিহ্ন সকল লিপিবদ্ধ করি, এবং প্রকাশ্য কেতাবে প্রত্যেক বিষয় আয়ত্ত করিয়াছি (১২)।	شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝ (١٢)
এবং তাহাদিগের নিকট গ্রাম-	وَاضْرِبْ

উক্ত আয়তে উল্লিখিত و اثارهم এর অর্থ 'তাহাদের পদ-চিহ্ন সমূহ' হইতে পারে। ইহার 'শানে নজুল' সম্বন্ধে তফছীরে হাম্মামীতে হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, মসজেদ হইতে দূরে অবস্থিত কয়েকজন 'আনছার' (হজরত মদীনায় আগমন করিলে যাঁহারা তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন) হজরতের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন যে, দূর হইতে মসজেদে উপস্থিত ও জামায়াতে মিলিত হইয়া নামাজ আদায় করা কষ্টকর বিধায় মসজেদের নিকটে তাহাদের গৃহ নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করা হউক। সেই সময়ে এই আয়ত অবতারণ করিয়া খোদাতা'লা বলিলেন যে, নামাজ আদায়ের জন্য দূর হইতে মছজেদে আসিবার পদক্ষেপগুলিও বৃথা যাইবে না। উহাও লেখক ফেরেশতা কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া মহা পুরস্কার প্রাপ্তির কারণ হইবে।

হাদীছে আছে, একদা হজরত নবী করিম (দঃ) বলিলেন যে, খোদাতা'লা যে কার্য্যে গোনাহ্ মুক্ত করিয়া মর্য্যাদা দান করেন, উহা তিনটি যথা,— কষ্টসাধ্য সময়েও পূর্ণরূপে ওজু সম্পন্ন করা; নামাজ আদায় হেতু মছজেদে যাইতে পদক্ষেপণ করা অর্থাৎ দূর হইতে মসজেদে আসিবার জন্য পথ চলা; নামাজ শেষ করিয়া মছজিদে (জেকের করা উপলক্ষে) বসা।

তফছীর কবীরে পদচিহ্নের অর্থ সমূহের মধ্যে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, سنن الحسنة و السنن السيئة সু-রীতি বা সু-কার্য্য এবং কু-রীতি বা কু-কার্য্যের প্রচলন করা। হাদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে, সদনুষ্ঠানের প্রচলনকারী তাহার অনুবর্ত্তিগণের ন্যায় পুরস্কৃত এবং কু-রীতি প্রচলনকারী তাহার অনুবর্ত্তিগণের তুল্য শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। যদি কেহ কোন সু-রীতির প্রচলন করে, তবে যতদিন পর্য্যন্ত তাহার সেই রীতি প্রচলিত থাকিবে ততদিন সে ব্যক্তি তদনুরূপ সুফল লাভ করিবে। পক্ষান্তরে কেহ কোন কু-রীতির প্রচলন করিলে যতদিন তাহা প্রচলিত থাকিবে এবং যত লোক তদনুযায়ী কু-কর্ম্ম করিবে, ততদিন সে ব্যক্তি তদনুরূপ কুফল (গোনাহ) প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, কাহারও প্রতিফলে কিছুমাত্র কম করা হইবে না। এইরূপ গতিশীল কার্য্য-ফলের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা পদচিহ্ন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

মানুষের কার্য্যাবলী ও তাহার ফলাফল আদি-মানব হজরত আদমের (আঃ) সৃষ্টি হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই আল্লার আদেশে "লওহো মহফুজ" নামক বিশাল সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। খোদাতা'লা এই আয়তে امام مبين শব্দ সেই "লওহো-মহফুজের" কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ مـ
اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ج (١٣)
اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

বাসিদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর, যখন রছুলগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যখন তাহাদের নিকট দুইজনকে প্রেরণ করিলাম অনন্তর তাহারা তাহাদিগের উপর

(১৩+১৪) তফ্ছীর-রূহোল বয়ানে উপরোক্ত আয়াতের তফ্ছীরে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'লার আদেশানুযায়ী হজরত ঈছা (আঃ) তাঁহার সঙ্গী ও সাহায্যকারী (হাওয়ারী) গণের মধ্য হইতে দুইজনকে আন্তাকিয়ায় প্রেরণ করেন তাঁহারা উক্ত নবীর সঙ্গী ও সাহায্যকারী প্রচারক ছিলেন। উক্ত প্রেরিত দ্বয়কে তথাকার লোকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিল। তৎপর খোদা তা'লার আদেশে হজরত ঈছা (আঃ) কর্ত্তৃক "শমউন্" নামে তৃতীয় ব্যক্তি তথায় প্রেরিত হয়েন। তাঁহারা সকলেই তাহাদিগকে বলিলেন যে, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের হিত-সাধনার্থে খোদা কর্ত্তৃক প্রেরিত (রছুল)।

তফ্ছীর সমূহে উক্ত গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে ;—মরিয়ম-পুত্র হজরত ঈছা আলায়হেছছালাম আল্লাহ্ তা'লার আদেশে রোম দেশস্থ আন্তাকিয়া নগরবাসিদিগকে হেদায়েত করিবার জন্য দুইজন হাওয়ারী (প্রচারক) প্রেরণ করেন। আন্তাকিয়ার অধিবাসিগণ তখন ঘোর পৌত্তলিক ছিল। প্রেরিত প্রচারকদ্বয় উক্ত নগরের সীমান্তদেশে উপনীত হইয়া হবীব-নজ্জার (সূত্রধর) নামক মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারী জনৈক বৃদ্ধকে পশু চরাইতে দেখিতে পান। হবীব নজ্জারের প্রশ্নে তাঁহারা বলেন যে, আমরা সত্য-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য হজরত ঈছা (আঃ) নবীকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আসিয়াছি। আল্লার একত্ব অর্থাৎ তওহীদের উপর বিশ্বাস এবং তাঁহার এবাদৎ করাই সত্য ধর্ম্ম। ইহাতে সে ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট কোন মো'জেজা (অলৌকিক ক্রিয়া) আছে কি না জিজ্ঞাসা করে। তদুত্তরে তাঁহারা প্রকাশ করেন যে, আল্লার অনুগ্রহে আমরা জন্মান্ধকে চক্ষুদান, কুষ্ঠরোগীর রোগ-মুক্তি, অসুস্থকে সুস্থ করিতে পারি। এতচ্ছ্রবণে হবীব নজ্জার সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত তদীয় পুত্রের আরোগ্যলাভ উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে আপন গৃহে লইয়া গেল। প্রেরিত প্রচারকদ্বয় আল্লার নামের সহিত তাহার পীড়িত পুত্রের হস্ত স্পর্শ করিলেন, খোদার অনুগ্রহে ইহাতে সে ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিল। প্রেরিত প্রচারকদ্বয়ের এবম্বিধ অলৌকিক ক্রিয়ার কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দলে দলে রোগী, অসুস্থ ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট আসিয়া রোগমুক্ত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বাদশাহ্ এন্তাখিছের কর্ণগোচর হয়। বাদশাহ্ তাঁহাদিগকে তলব করিয়া তাঁহাদের পরিচয় গ্রহণ করতঃ আগমন উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা

فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا
بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا إِنَّآ إِلَيْكُم
مُّرْسَلُونَ ۝ (١۴) قَالُوا مَآ

অসত্যারোপ করিল, অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তির (প্রেরণ) দ্বারা (উহাদের) গৌরব বর্দ্ধন করিলাম। অনন্তর তাহারা বলিল, নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত (রছুল) (১৩+১৪)।

তাহারা বলিল, তোমরা

করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, লা-শরীক (অংশীহীন) আল্লাহ্ তা'লার এবাদৎ এবং তাঁহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য আমরা আপনাকে আহ্বান করিতেছি। কেননা যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অনাদি, অনন্ত ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার বন্দেগী পরিত্যাগ করিয়া অন্যের বন্দেগী করা ঘোর অবৈধ কার্য্য। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের পূজ্য দেবতাগণ ব্যতীত আর কোন খোদা আছে কি? তাঁহারা বলিলেন, যে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে আমাকে আপনার দেব-দেবী এবং সমগ্র সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত মা'বুদ আল্লাহ্। যে ব্যক্তি তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাঁহাকে চিরসুখময় বেহেশ্‌তে এবং তাঁহার উপর অবিশ্বাসিদিগকে তিনি ভীষণ শাস্তিপূর্ণ দোজখে স্থান দান করিবেন। ইহা শুনিয়া বাদশাহ্ ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রহার ও কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

হজরত ঈছা (আঃ) এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শমুউন নামক আর এক ব্যক্তিকে তথায় প্রেরণ করিলেন। এই তৃতীয় ব্যক্তি তথায় প্রেরিত হইবার পর হজরত ঈছা (আঃ) আছমানে উত্থিত হয়েন।

শমুউন আন্তাকিয়ায় প্রবেশ করিয়া আত্ম-গোপন করতঃ বাদ্‌শাহের কর্ম্মচারিদিগের সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বাদ্‌শাহের প্রীতিভাজন হইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গরূপে গৃহীত হইলেন। একদা কথা-প্রসঙ্গে তিনি উক্ত বন্দী-দ্বয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া বলেন যে, তাঁহাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের যুক্তিপ্রমাণ আদি গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা আপনার পক্ষে আদৌ গৌরবজনক কার্য্য হয় নাই। সুতরাং তাহাদের দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ গ্রহণ করিয়া বিচার করা হউক।

অতঃপর বাদ্‌শাহ্ বন্দীদ্বয়কে উপস্থিত করাইলে শমুউন্ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনাদিগকে কে প্রেরণ করিয়াছেন? তাঁহারা বলিলেন, যিনি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অদ্বিতীয় অনুপম আল্লাহ্ তা'লা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাপেক্ষা মহান। তৎপরে তাঁহারা মো'জেজা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয়েন এবং বাদ্‌শাহের

আমাদের ন্যায় সৃষ্ট (মানুষ) ব্যতীত আর কিছুই নও এবং খোদাতা'লা কোন বিষয় নাজেল করেন নাই, তোমরা মিথ্যাবাদী ব্যতীত কিছুই নহ (১৫)।

তাঁহারা বলিলেন, খোদাতা'লা অবগত আছেন যে, নিশ্চয় আমরা

أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ٥ (١٥) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ

আদেশে নীত জনৈক চক্ষু-হীন ব্যক্তির বদনমণ্ডলে হস্তমর্দ্দন করিয়া দেন; ইহাতে সে ব্যক্তি চক্ষু ও পূর্ণস্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়া যায়।

এতদ্দর্শনে বাদশাহের অন্তর বিচলিত হইয়া উঠে; তখন শম্‌উন তাঁহাকে তাহাদের দেবতাগণের সাহায্যে ঐরূপ একটি কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। বাদশাহ বলিলেন, আমাদের দেবতাগণ প্রস্তর মূর্ত্তি বিশিষ্ট, উহারা ভালমন্দ কিছুই করিতে পারে না। আপনাদের উপাস্য (মা'বূদ) মৃতকে জীবিত করিতে পারেন কিনা? যদি পারেন, তবে তাহা প্রদর্শন করুন।

বাদশাহের আদেশে তাঁহার মৃত-কন্যার শবদেহ তথায় নীত হইলে তাঁহারা উহার জীবিত হইবার জন্য খোদার দরগায় নীরব প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আল্লার অনুগ্রহে উক্ত কন্যাটি জীবিত হইয়া শম্‌উন ও অপর দুইজন বন্দীর প্রচারিত ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া ঘোষণা এবং কলেমা পাঠ করিলেন যে, اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان عيسى روح الله و ان هؤلاء الثلاثة رسل الله অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেহই মা'বূদ নাই, হজরত ঈছা (আঃ) এবং এই তিন ব্যক্তি আল্লার প্রেরিত।

অতঃপর বাদ্‌শাহ্‌ প্রকাশ্যভাবে ঈমান আনয়ন করেন। দেশবাসিগণ উক্ত প্রেরিত পুরুষদিগকে এবং হবীবে-নজ্জারকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করিয়াছিল।

(১৫) আন্তাকিয়ার অধিবাসিগণ প্রেরিতত্রয়ের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল যে, তোমরা মিথ্যাবাদী এবং আমাদের ন্যায় মনুষ্য; খোদাতা'লা কোন বিষয় নাজেল করেন নাই।

তাহাদের ধারণা ছিল যে, মানুষ কখনও রছুল হইতে পারে না। কোন রছুল প্রেরণ করিতে হইলে খোদাতা'লা ফেরেশ্‌তা দল-মধ্য হইতে প্রেরণ করিয়া থাকেন। আমাদের ন্যায় আহার বিহারকারী মানুষ রছুল হইবার অযোগ্য।

(১৬+১৭+১৮+১৯) প্রেরিতগণ শপথ করিয়া বলিলেন যে, আমরা সত্য প্রচার করিয়া তোমাদিগকে সুপথ-গামী করিবার জন্য খোদা-কর্ত্তৃক প্রেরিত। আন্তাকিয়ার অধিবাসিগণ রছুলদিগের এই বক্তব্য শ্রবণে বলিয়াছিল যে, তোমরা

তোমাদের নিকট প্রেরিত (১৬) এবং প্রকাশ্য প্রচার ব্যতীত আমাদের উপর আর কিছু নহে (১৭)।

তাহারা বলিল, নিশ্চয় আমরা তোমাদের আগমন অশুভ-লক্ষণ বুঝিতেছি; যদি তোমরা ক্ষান্ত না হও তবে নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে ধ্বংস করিব এবং নিশ্চয় আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতি কষ্টদায়ক শাস্তি পৌঁছিবে (১৮)। তাঁহারা বলিলেন, তোমাদের লিপিকা (অশুভ) তোমাদের সহিত, তোমরা যে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছ (তোমরা কি অশুভ বুঝিতেছ?) তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী দল (১৯)।

শহরের প্রান্তদেশ হইতে এক ব্যক্তি দৌড়িয়া আসিয়া বলিল,

لَمُرْسَلُوْنَ ○ (١٦) وَمَا عَلَيْنَا
اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○ (١٧)
قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ
لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ
وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ○ (١٨) قَالُوْا طَآئِرُكُمْ
مَّعَكُمْ ط اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ
قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○ (١٩)
وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ

এই প্রচার হইতে ক্ষান্ত হও নতুবা আমরা তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব। তোমাদের আগমনে আমরা অনেক অশুভ লক্ষণ পাইতেছি।

তফ্ছীর হাস্সামীতে বর্ণিত আছে যে, প্রেরিত প্রচারকত্রয় তথায় উপস্থিত হইবার পর সে দেশে অনাবৃষ্টি ও নানাপ্রকার রোগের প্রকোপ হইয়াছিল। ইহাতেই তাহারা তাঁহাদিগকে অশুভের কারণ ধারণা করিয়া উহা বলিয়াছিল।

রছুলগণ বলিলেন, তোমাদের শুভ-অশুভ তোমাদের সঙ্গে; ইতিপূর্ব্বে তোমরা না জানিয়া না শুনিয়া—অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিলে, আর এক্ষণে জানিয়া শুনিয়া অন্যায় করিতেছ। তোমাদিগকে উপদেশ প্রদান করা হইতেছে—তোমরা ইহা অশুভ বুঝিতেছ। কাজেই তোমরা সত্যের সীমা লঙ্ঘনকারী। এই সমস্ত অপ-কর্ম্মের জন্য অনাবৃষ্টি প্রভৃতি অশুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ইহা তোমাদেরই অশুভ।

(২০+২১+২২) যে সময় আন্তাকিয়ার অধিবাসিগণ প্রেরিতদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া তাঁহাদের উপর অত্যাচার শুরু করিল, সেই সময় নগরের প্রান্তদেশ

يَسْعٰى ۫ قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا
الْمُرْسَلِيْنَ ۙ (٢٠) اتَّبِعُوْا
مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ
مُّهْتَدُوْنَ ○ (٢١) وَمَا لِيَ
لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ
وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ (٢٢)
ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً

হে আমার দলস্থ লোক তোমরা রছুলের অনুসরণ কর, অনুসরণ কর, তাঁহার যিনি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহেন না এবং তাঁহারা সুপথ-প্রাপ্ত। (২০+২১) এবং আমার কি হইয়াছে (যে) তাঁহার এবাদত করিব না, যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন এবং তোমরা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে (২২)।

আমি কি তাহা ব্যতীত এরূপ অন্য মাবু'দদিগকে গ্রহণ

হইতে হবীব-নজ্জার (সূত্রধর) নামক জনৈক নব দীক্ষিত ব্যক্তি দ্রুত-বেগে আসিয়া উপরোক্ত উপদেশ প্রদান এবং অত্যাচার হইতে ক্ষান্ত ও হেদায়েৎ কবুল করিতে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, যিনি আমাকে ও সমগ্র সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন, যাঁহার নিকট সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, সেই মহা-পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌তা'লার এবাদত করিতে আপত্তি কি এবং আমার কি হইয়াছে যে, তাঁহার এবাদত করিব না।

তফ্‌সীরে কবীর এবাদতের তিন প্রকার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম; আল্লাহ্‌তা'লা খালেক ও মালেক (স্রষ্টা এবং সর্ব্বময় কর্ত্তা); তিনি আমাদের সম্বন্ধে ভাল-মন্দ যাহা ইচ্ছা করুন না কেন, তাঁহার এবাদত করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়;—আল্লাহ্‌-প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ প্রাপ্ত হইবার জন্য কৃতজ্ঞতা হেতু তাঁহার এবাদত করা।

তৃতীয়;—মহা-পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌তা'লার আজাব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবাদত করা।

শহরের প্রান্তদেশ হইতে দ্রুত আগত হবীব আপন সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া প্রথম প্রকারের এবাদতের কথা বলিতেছেন যে, খালেক্ মালেক্ আল্লাহ্‌তা'লার এবাদত করা একান্ত কর্ত্তব্য। واليه ترجعون, তাঁহার দিকে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে। এই কথায় দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রকার এবাদতের বিষয় উক্ত হইয়াছে।

২৩+২৪+২৫+২৬+২৭। যিনি আমাকে ও সমগ্র সৃষ্টি সৃজন করিয়াছেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করিব না।

إِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا
تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ۚ (٢٣) اِنِّيْٓ
اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ (٢٤)
اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ
فَاسْمَعُوْنِ ○ (٢٥) قِيْلَ ادْخُلِ
الْجَنَّةَ ط قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ
يَعْلَمُوْنَ ۙ (٢٦) بِمَا

করিব? যদি রহমান আমার ক্ষতিসাধন করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাদের (বোতের) ছুপারেশ্ আমার কোনই উপকার করিতে পারিবে না এবং তাহারা উদ্ধার করিবে না (২৩) নিশ্চয় তখন আমি প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে থাকিব। (২৪) নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছি, অনন্তর তোমরা আমার (কথা) শ্রবণ কর (২৫)। বলা হইল, বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর, সে বলিল, যদি আমার সম্প্রদায় ইহা জানিত যে, আমার প্রতিপালক

যিনি আমাকে অতুলনীয় অনুগ্রহে সৃষ্টি এবং বহুবিধ নেয়ামত দান করিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, সেই রহমান যদি আমার ক্ষতি সাধন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কল্পিত উপাসিত দেব-দেবীগণ আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। তাহাদের মুক্তি-কামনা আমার কোনই উপকারে আসিবে না। অতএব কেন সেই অনুপম খোদাওন্দ করীমের বন্দেগী করিব না? যদি আমি কল্পিত উপাসিত দেব-দেবীগণের এবাদত করি, তবে নিশ্চয় স্পষ্ট ভ্রান্তি এবং বিপথে পতিত হইব।

উপরোক্ত বক্তব্য সমূহ বর্ণনা করিবার পর হবীব-নজ্জার রছুলগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ জাল্লা শা'নহুর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করিয়াছি। হে রছুলগণ, তোমরা ইহা শ্রবণ কর এবং ইহার উপর সাক্ষী থাক। ইহার পর হবীব-নজ্জার নিহত হইয়াছিলেন।

কাফেরগণ কর্ত্তৃক হবীব-নজ্জার নিহত ও শহীদের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে শহীদের যোগ্যতম পুরস্কার বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর।

আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিতগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তবে কি উত্তম হইত (২৬+২৭)।

এবং ইহার পর আমি তাহার সম্প্রদায়ের উপর আছমান হইতে কোন সৈন্য অবতারণ করি নাই এবং আমি অবতারণকারী নহি (২৯)। কিন্তু এক শব্দ ব্যতীত ছিল না, অনন্তর তাহারা নির্ব্বাপিত হইল। বান্দাগণের প্রতি আক্ষেপ, তাহাদের নিকট রছুলগণের মধ্য হইতে এমন কেহ আসে নাই, যাহাকে তাহারা বিদ্রূপ করিল না (৩০)। তাহারা কি দেখে নাই, আমি তাহাদের

غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي
مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۝ (٢٧)
وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ
بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
كُنَّا مُنْزِلِينَ ۝ (٢٨) إِنْ كَانَتْ
إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ
خَامِدُونَ ۝ (٢٩) يَا حَسْرَةً
عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ
مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ۝ (٣٠) أَلَمْ يَرَوْا

হবীব-নজ্জার শহীদ হইয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার সুসংবাদ প্রাপ্ত হইলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি আল্লাহ্‌ কর্ত্তৃক ক্ষমা প্রাপ্ত এবং সম্মানিত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইলাম ; ইহা যদি আমার স্বজাতিগণ জানিতে পারিত, তবে কি উত্তম হইত!

(২৯+৩০+৩১+৩২) হবীব-নজ্জারকে নিহত করিবার পর সেই সম্প্রদায়ের উপর খোদা কর্ত্তৃক একটি ভয়ঙ্কর শব্দ প্রেরণ ব্যতীত ফেরেশ্‌তাগণের সৈন্যদল প্রেরিত হয় নাই। এই শব্দেই তাহাদের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। তফ্‌ছীর হাক্কানীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, খোদাতা'লা হজরত জেবরাঈল (আঃ) ফেরেশ্‌তাকে আন্তাকিয়াবাসীগণের উপর একটি শব্দ করিতে আদেশ করায় তিনি উহা করিয়াছিলেন। এই ভীষণ শব্দ শ্রবণে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

যে সমস্ত বান্দাগণের নিকট রছুল প্রেরিত হইয়াছিল এবং উহারা তাহার

পূর্ব্ববর্ত্তী লোক সকলের কত লোককে ধ্বংসীভূত করিয়াছি, নিশ্চয় তাহারা তাহাদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছে না (৩১)। এবং নিশ্চয় তাহারা সকলেই আমার নিকট উপস্থিত হইবে (৩২)।

এবং তাহাদের জন্য নিদর্শন প্রাণহীন ভূমি, আমি উহা জীবিত এবং উহা হইতে শস্য উৎপন্ন করিয়াছি, অতঃপর তাহারা উহা হইতে ভক্ষণ করে (৩৩)। এবং তথায় আমি খোরমা ও দ্রাক্ষার উদ্যান সকল উৎপন্ন করিয়াছি, তন্মধ্যে ঝরণা প্রবাহিত করিয়াছি (৩৪) যেন তাহারা

كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ
اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○ (٣١)
وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ
لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ○ (٣٢)
وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ
اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا
فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○ (٣٣)
وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ
نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا
فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۙ (٣٤)

প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া উপহাস-বিদ্রূপ করিয়াছিল; তাহাদিগের জন্য আক্ষেপ! কেননা তাহারা ঘোর অপকর্ম্ম করিয়াছে।

বিধর্ম্মিগণ কি অবগত হইতেছে না যে, খোদাতা'লা পুর্ব্ব-জমানার কত লোককে তাহাদের স্বীয় অপকর্ম্ম হেতু বিনাশ করিয়াছেন এবং তাহারা আর ফিরিয়া আসিতেছে না! সমস্ত লোককে একত্রে আল্লার সান্নিধ্যে কেয়ামত দিবসে উপস্থিত হইতে হইবে। ইহা অবগত হইয়াও তাহারা কেন বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে না?

(৩৩+৩৪+৩৫+৩৬) শুষ্ক ভূমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিবার কাহিনী বর্ণিত হইয়া খোদাতা'লার অসীম কুদরতের পরিচয় এই আয়তে বিঘোষিত হইয়াছে।

কোন কোন তফ্ছীরে শুষ্ক (প্রাণহীন) ভূমিকে জীবিত করিবার অর্থে কেয়ামত-দিবসে মৃতদিগকে জীবিত করিবার কথাও বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'লা শুষ্ক প্রাণহীন ভূমিকে উর্ব্বরা শক্তি প্রদান ও আর্দ্র করিয়া

উহার ফল ভক্ষণ করিতে পারে এবং তাহাদের হস্ত সকল উহা করে নাই অপিচ তাহারা কি কৃতজ্ঞ হইতেছে না (৩৫)। তিনিই পবিত্র যিনি সমুদয় পদার্থ-যুগল সৃজন করিয়াছেন—যাহা ভুমি উৎপন্ন করে তাহাদের জাতি হইতে, এবং তাহারা জানে না (৩৬)।

لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا
عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ط اَفَلَا
يَشْكُرُوْنَ ۝ (٣٥) سُبْحٰنَ
الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا
مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ
اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ (٣٦)

তাহা হইতে বাগ-বাগিচা, তরু-লতা, শস্য, নদ নদী, নালা-কূপ ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়াছেন এবং জীবগণ সেই সমস্ত ভক্ষণ ও পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। মনুষ্যগণ ঐ সমস্তকে তাহাদের নিজ হস্তে নির্ম্মাণ করে নাই, তবুও কি তাহারা আল্লার এই মহৎ দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে না?

পাক-বে-নেয়াজ আল্লাহ্ তা'লা মনুষ্য এবং যাবতীয় অজানিত বিষয় সমূহকে জোড়া জোড়া সৃজন করিয়াছেন। যেমন প্রাণীর জোড়া পুরুষ ও স্ত্রী; উদ্ভিদের জোড়া পুষ্পের পরাগ-কেশর ও গর্ভ-কেশর ইত্যাদি।

তফ্ছীর হাম্মামীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা হজরত নবী করীমের (দঃ) অনুপস্থিতে উম্মোল্ মু'মেনীন্ হজরত আয়েশা বিবি (রাঃ) তদীয়া স্বামী হজরতের (দঃ) চাদর মোবারক মাথায় দিয়া হজরত নবী করীমকে (দঃ) কোন এক অজানা দেশে জনৈক মৃতের জানাজা নামাজ পড়িতে এবং তথায় পানি-বরিষণ হইতে দেখিতে পান। অতঃপর হজরত নবী করীম (দঃ) প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বিবি আয়েশা (রাঃ) তাঁহার মস্তকস্থিত পাগড়ী স্পর্শ করতঃ তাহা আর্দ্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, এখানে আজ পানি হয় নাই অথচ আপনার পাগড়ী ও কাপড় ভিজিয়াছে। আমি আপনার চাদর মাথায় দিয়া দেখিয়াছিলাম, আপনি কোন এক দেশে জানাজা নামজ পড়িতেছিলেন এবং তথায় পানি হইতেছিল—উহা কোন্ দেশ? এতচ্ছ্রবণে হজরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার চাদরের বরকতে তোমার চক্ষুর সাধারণ আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছিলেন, তাই তুমি * * * আমি সেই দেশে সত্য সত্যই জানাজা নামাজ পড়িতে গিয়াছিলাম এবং তথায় পানি হইতেছিল।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ
مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ
مُّظْلِمُوْنَ ۙ (٣٧) وَالشَّمْسُ
تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ
تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۙ (٣٨)
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ
حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ
الْقَدِيْمِ ۙ (٣٩) لَا الشَّمْسُ
يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ
الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ
يَّسْبَحُوْنَ ۝ (٤٠) وَاٰيَةٌ لَّهُمْ

এবং রজনী তাহাদের জন্য নিদর্শন, আমি উহা হইতে দিবস আনয়ন করি অতঃপর হঠাৎ তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় (৩৭)। এবং সূর্য্য তাহার অবস্থিতি স্থানের জন্য চলিতেছে ইহা পরাক্রান্ত জ্ঞানীর নিরূপণ (৩৮)। এবং আমি চন্দ্রের জন্য স্থান সকল নির্ণয় করিয়াছি এমন কি সে পুরাতন শাখার ন্যায় পরিণত হয় (৩৯)। চন্দ্রকে প্রাপ্ত হওয়া সূর্য্যের জন্য সমীচীন নহে এবং রাত্রি দিবার অগ্রগামী নয় এবং প্রত্যেকটী কক্ষপথে সন্তরণ করিতেছে (৪০)।

এবং তাহাদের জন্য নিদর্শন

(৩৭+৩৮+৩৯) মনুষ্যগণ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিয়া পরদিন যেরূপ জাগিয়া উঠে, তদ্রূপ মরণান্তে লোকসকল কেয়ামত দিবসে আবার জাগিয়া উঠিবে।

পরাক্রান্ত জ্ঞানী আল্লাহ তা'লা সূর্য্যকে তাহার নিরূপিত কক্ষপথে যে ভাবে চলিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, সে ঠিক সেই ভাবে আবর্ত্তন করিতেছে। চন্দ্রমা তাহার নির্দ্ধারিত তিথি, পক্ষ প্রভৃতি স্থানসমূহ অতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে অমাবশ্যার সময়ে পুরাতন খোর্ম্মা-শাখার ন্যায় সরু কিংবা নিষ্প্রভ ও জ্যোতিহীন হইয়া পড়ে।

(৪০) সূর্য্যকে এরূপভাবে তাহার নির্দ্ধারিত পথে নিয়োজিত করা হইয়াছে যে, চন্দ্রের স্থানে যাইবার তাহার সাধ্য নাই। পক্ষান্তরে চন্দ্রেরও

এই যে, আমি পূর্ণ নৌকাতে তাহাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে উঠাইয়াছিলাম (৪১)। এবং যাহার উপর তাহারা আরোহণ করিয়া থাকে তৎ (নৌকার) তুল্য এরূপ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি (৪২)। এবং যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি, অনন্তর তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই (৪৩)। এবং আমার অনুগ্রহ এবং নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ফলভোগ করা ব্যতীত তাহারা উদ্ধার পাইতে পারে না (৪৪)। এবং যখন তাহা-	أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۙ (٤١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ○ (٤٢) وَإِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ۙ (٤٣) إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ○ (٤٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ

এরূপ সাধ্য নাই যে, স্বীয় কক্ষপথ পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যের স্থানে উপস্থিত হয়। আবার রাত্রিকাল দিবাভাগের অগ্রগামী হইবার সাধ্য রাখে না। অসীম শক্তিশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ্-কর্ত্তৃক তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এরূপ সুশৃঙ্খলতার সহিত গন্তব্য-পথ নিয়োজিত হইয়াছে যে, কেহ কাহারও স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিতে সক্ষম নহে। চন্দ্র, সূর্য্যের প্রত্যেকটি স্ব স্ব নির্দ্ধারিত কক্ষে আবর্ত্তন করিতেছে।

দিবস-রজনী, চন্দ্র-সূর্য্য আদি সকলেরই গতি-বিধি খোদার নিরূপিত। তাঁহার নিয়ন্ত্রণের বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। অসীম শক্তিশালী খোদাতা'লা সূর্য্যের দ্বারা সৌর-মাস, বৎসর, ফসলাদির উৎপন্ন এবং উহার পক্কতা সাধন, শীত-গ্রীষ্ম আদি ঋতুর পরিবর্ত্তন এবং চন্দ্রের দ্বারা চান্দ্র-মাস, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদির সু-সম্পাদন করাইয়া এক অতুলনীয় কৌশলে সৃষ্টি পালন করিতেছেন।

(৪১+৪২+৪৩+৪৪+৪৫+৪৬) তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে অর্থাৎ হজরত নূহ আলায়হেছ্ছালামের সময় যে তুফান হইয়াছিল, সেই সময় আল্লাহ্-তা'লা উক্ত পয়গম্বরকে তাঁহার সঙ্গীগণসহ নৌকায় আরোহন করাইয়া নিমজ্জন

اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ
وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ ○ (٤٥) وَمَا تَاْتِيْهِمْ
مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ
اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (٤٦)
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنُطْعِمُ
مَنْ لَّوْ يَشَاۤءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗۤ ق صلے
اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ

দিগকে বলা হইল, তোমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা আছে তাহাকে ভয় কর সম্ভব যে, তোমরা অনুগৃহীত হইবে (৪৫)। এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহের মধ্য হইতে কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট আসে নাই যে, তাহারা তাহা হইতে বিমুখ হয় নাই (৪৬)।

এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, খোদাতা'লা যাহা তোমাদিগকে উপজীবিকা দান করিয়াছেন, তোমরা তাহা হইতে ব্যয় কর ; তখন কাফেরেরা মু'মেনদিগকে বলে, আমরা কি উক্ত ব্যক্তিকে খাদ্য দান করিব—যাহাকে খোদাতা'লা ইচ্ছা করিলে খাদ্য দান করিতে পারেন ;

হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। নৌকার সদৃশ অর্থাৎ উষ্ট্র, ঘোটক, শকট ইত্যাদি যান-বাহন সৃজন করিয়াছি।

এবং যখন কাফেরদিগকে বলা হইল যে, তোমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতে যে শাস্তি রহিয়াছে, তাহাকে ভয় কর। খুব সম্ভব ইহাতে তোমাদের উপর খোদাতা'লার অনুগ্রহ হইবে। কিন্তু আল্লাহ্‌-তা'লার নিদর্শনাবলীর মধ্য হইতে যে সমস্ত নিদর্শন কাফেরদিগের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল, তৎসমূহের কোনটার উপর তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে নাই।

(৪৭) যখন কাফেরদিগকে বলা হয় যে, খোদাতা'লার অনুগ্রহে তোমরা যে সমস্ত রুজি (উপজীবিকা) প্রাপ্ত হইয়াছ, তৎসমুদয় হইতে কিছু অংশ

مُّبِيْنٍ ٥ (٤٧) وَيَقُوْلُوْنَ
مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ٥ (٤٨) مَا يَنْظُرُوْنَ
اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ
وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ٥ (٤٩)
فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا

তোমরা স্পষ্ট গোমরাহীর অন্তর্ভুক্ত ব্যতীত নও (৪৭)। এবং তাহারা বলে, কবে এই অঙ্গীকার (পূর্ণ হইবে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৪৮)। তাহারা যাহা প্রতীক্ষা করিতেছে না এক ভীষণ শব্দ ব্যতীত তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, অথচ তাহারা পরস্পর বিবাদ করিতেছে (৪৯)। অনন্তর তাহারা অছিয়ৎ করিতে সক্ষম হইবে না

দরিদ্রদিগকে প্রদান কর। তদুত্তরে কাফেরগণ মু'মেনদিগকে বলে যে, যাহাকে খোদাতা'লা ইচ্ছা করিলে আহার দিতে পারেন কিন্তু দিতেছেন না ; তাহাকে আহার দিতে যাওয়া প্রকাশ্য ভ্রান্তিমূলক কার্য্য।

কাফেরগণের এবম্বিধ উক্তি ভ্রম ও ধৃষ্টতাপূর্ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেননা খোদাতা'লা স্বীয় ইচ্ছা ও অনুগ্রহে কাহাকে ধনী এবং কাহাকে দরিদ্র করতঃ দরিদ্রের প্রতি ধনীর দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন হেতু আদেশ করিয়াছেন। যেহেতু ঐরূপ ব্যবহারে ধনীগণ তাহাদের ধনের সদ্ব্যবহার ও মানবোচিত সহানুভূতি, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণরাশি লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

(৪৮+৪৯) কেয়ামত, হাশর-নশর এবং বেহেশ্‌ৎ-দোজখ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইয়া কাফেরগণ বলিত যে, হে মু'মেনগণ! যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে কবে তোমাদের বর্ণিত শাস্তির সংবাদ পূর্ণ হইবে ?

তফ্‌ছীর রূহল্ বয়ান্ ও হাম্মামী প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে যে, صيحة واحدة অর্থাৎ প্রথম সিঙ্গা ফুৎকার। মহা-প্রলয় প্রারম্ভে আল্লার আদেশে ফেরেশ্‌তা হজরত এছরাফীল (আঃ) প্রথমবার তূর্য্যধ্বনি করিলে আছমান-জমীনের সমস্তই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এ সম্বন্ধে কোরান শরীফের অন্যত্র উল্লেখিত হইয়াছে ;—

و اذا نفخ فى الصور فصعق من فى السموت و من فى الارض -

লোকেরা পার্থিব ব্যাপার লইয়া কলহ করিতে থাকিবে, এইরূপ অপ্রস্তুত অবস্থায় তূর্য্যধ্বনি শ্রবণ করিবে।

(৫০) সেই সময় তাহারা আপন পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র পরিবারের দিকে ফিরিয়া আসিবার অথবা তাহাদিগকে কোনও অছিয়ৎ করিতে সক্ষম হইবে না। সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝ (٥٠) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم
مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يَنسِلُونَ ۝ (٥١) قَالُوا يَا وَيْلَنَا
مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ

এবং স্বীয় পরিবারের দিকে ফিরিতে পারিবে না (৫০) এবং 'ছুরে' ফুৎকার প্রদান করা যাইবে তখন হঠাৎ তাহারা কবর হইতে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে ধাবিত হইবে (৫১)

তাহারা বলিবে আমাদের প্রতি আক্ষেপ! কে আমাদের

হাদিছে আছে, একদা কতিপয় ছাহাবা (রাঃ) হজরত রছুলোল্লার (দঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, صور "ছুর" কি? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন قرن উহা একটী শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গের শব্দ এরূপ ভীষণ হইবে যে, তাহার প্রথম শব্দ শ্রবণ মাত্রেই সমস্ত প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এবং তাহার শব্দ বর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদি নিষ্প্রভ ও কক্ষচ্যুত, আছমান খণ্ড-বিখণ্ড, ধরিত্রী সম্প্রসারিত, সমুদ্র উথলিত এবং পর্ব্বতমালা ধূনিত তুলারাশির ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। এই তূর্য্যধ্বনিতে ফেরেশ্‌তাকুল এমন কি তূর্য্যবাদক হজরত এছরাফীল (আঃ) ও শেষ মুহূর্ত্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। কোরান শরীফের অন্যত্র আছে;— كل من عليها فان و يبقى وجه ربك الخ অর্থাৎ ভূ-লোক, দ্যু-লোকে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; কেবলমাত্র চির-জাগ্রত, অজয়-অমর আল্লাহতা'লাই বিদ্যমান থাকিবেন।

তৎপর খোদাতা'লা 'আর্‌শ্‌' ও ধরিত্রী সৃজন করিয়া আর্‌শ্‌-নীম্ন হইতে চল্লিশ বৎসরব্যাপী বারি বরিষণ করিবেন। সাধারণ পানির ন্যায় তরল না হইয়া এই পানি কতকটা গাঢ় হইবার কথা তফছীরে উল্লেখ আছে। এই পানিকে ماء الحيوان অর্থাৎ জীবনবারি বলা হয়। প্রাণীসমূহের যে যেস্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে তাহার দেহের যাবতীয় অংশগুলি এই পানির সাহায্যে একত্রীভূত এবং তাহা হইতে তাহার দেহ গঠন করা হইবে।

(৫১) তৎপরে খোদাতা'লা হজরত এছরাফীল (আঃ)কে সৃজন করিয়া পুনরায় তূর্য্যধ্বনি (ছুরে ফুৎকার) করিতে আদেশ দিবেন। তখন অকস্মাৎ সমস্ত প্রাণী তাহাদের সমাধিস্থল হইতে উত্থিত হইয়া প্রতিপালক আল্লার দিকে ধাবিত হইবে।

(৫২) কেয়ামত-দিবসে যখন শেষ তূর্য্যধ্বনি করা হইবে এবং লোকেরা সমাধি-স্থল হইতে উত্থিত হইয়া প্রতিপালক আল্লার দিকে ধাবমান হইতে

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ○ (٥٢)
إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً
فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا
مُحْضَرُوْنَ ○ (٥٣) فَالْيَوْمَ
لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا
تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ (٥٤) إِنَّ أَصْحٰبَ

শয়নস্থান হইতে আমাদিগকে উঠাইল, ইহা তাহাই যাহা খোদা তা'লা ওয়াদা করিয়াছেন এবং রছুলগণ সত্য বলিয়াছেন (৫২)। একটি শব্দ ব্যতীত হইবে না, অনন্তর হঠাৎ তাহারা একত্রে আমার সান্নিধ্যে নীত হইবে (৫৩)। অনন্তর এই দিবস কোন প্রাণী কিছুই অত্যাচারিত হইবে না এবং তোমরা যাহা করিয়াছিলে তদনুরূপ ভিন্ন প্রতিফল দেওয়া হইবে না (৫৪)। নিশ্চয়

থাকিবে, তখন অবিশ্বাসিগণ বলিবে যে, হায় আক্ষেপ! আমাদের শয়ন-স্থান কবর প্রভৃতি হইতে কে আমাদিগকে উঠাইল? এতদুত্তরে ফেরেশতা কিংবা বিশ্বাসিগণ বলিবেন, এই উত্থান ও বিচার দিবস প্রভৃতি তাহাই, যাহার সংগঠন সম্বন্ধে খোদাতা'লা অঙ্গীকার এবং যাহার সত্যতার বিষয়ে পয়গম্বরগণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

(৫৩) একটি মহাশব্দ ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। এই শব্দ শ্রুত হইয়াই অচিন্তনীয় উপায়ে অকস্মাৎ জীবগণ খোদাতা'লার দরবারে বিচার হেতু নীত হইবে।

(৫৪) কেয়ামত দিবসে কাহারও প্রতি অবিচার করা হইবে না। পার্থিব জীবদ্দশায় যে যেরূপ কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, এখানে মাত্র তাহারই ন্যায্য প্রতিফল দেওয়া হইবে।

খোদাতা'লা প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি প্রদান এবং তাহাদের পথ-প্রদর্শন হেতু কেতাব ও পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছেন। সৎকর্ম্মের প্রতিফল চিরশান্তিপূর্ণ বেহেশ্‌ৎ আর অসতের বিনিময় দোজখের ভীষণ শাস্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, এ সংবাদ খোদাতা'লা তাঁহার পবিত্র বাণীতে ঘোষণা করিয়াছেন। যে মানব খোদা-প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি ও কেতাবের বিপরীত আচরণ করতঃ পাপে লিপ্ত হইবে, তাহার জন্য দোজখের শাস্তি; আর সৎকর্ম্মে লিপ্ত হইবার পুরস্কার বেহেশ্‌তের অনন্ত সুখ সেই দিবসে প্রদান করা হইবে। যাহারা বিবেক-বুদ্ধি-হীন পাগল ও অজ্ঞান তাহাদের জন্য শান্তি কি শাস্তি কিছুই নাই।

الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ
فَاكِهُونَ (٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ
فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ
مُتَّكِئُونَ (٥٦) لَهُمْ فِيهَا
فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (٥٧)
سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ
رَحِيمٍ (٥٨) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ

বেহেশৎবাসিগণ ঐ দিবস স্ব স্ব কার্য্যে আনন্দিত হইবে (৫৫)। তাহারা এবং তাহাদের স্ত্রীগণ ছায়ানীম্নে সিংহাসন সমুহের উপর ঠেস্ দিয়া উপবিষ্ট হইবে (৫৬)।

তাহাদের জন্য তথায় ফল সমুহ ও তাহাদের জন্য যাহা তাহারা চাহিবে (৫৭)। দয়ালু প্রতিপালক হইতে শান্তি-বাক্য (৫৮)। এবং অদ্য তোমরা

(৫৫) কেয়ামত-দিবসে বেহেশ্‌ৎবাসিগণ স্বীয় সুকৃতির প্রতিদান স্বরূপ বেহেশ্‌তের অতুলনীয় সুখ ভোগ করিয়া আনন্দিত হইবে।

(৫৬) জান্নাতিগণ তাহাদের সত্য-পরায়ণা স্ত্রীদিগের সহিত মিলিত হইয়া সুশীতল ছায়া নীম্নে পালঙ্কোপরি অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় উপবেশন করিবে।

দুনিয়ায় যে সমস্ত দম্পত্তি-কুল খোদার আদেশ পালন করিবে, খোদাতা'লা তাহাদিগকে স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্রে বেহেশ্‌তের অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিবেন। সুকৃতি-পরায়ণ লোকদিগের মধ্যে যাহারা দুনিয়ায় বিবাহিত হয় নাই, অথবা যে দম্পত্তি-যুগলের একজন স্বীয় অপকর্ম্ম-হেতু বেহেশ্‌ৎবাসি হইতে পারিবে না, খোদাতা'লা তাহাদিগকে বেহেশ্‌তী ও হুরগণের সহিত মিলন করাইবেন।

(৫৭) বেহেশ্‌ত-বাসিগণের জন্য বেহেশ্‌তে ফল-মুলাদি ও নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত থাকিবে। তথায় তাহারা যাহা চাহিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের জন্য তৎসমুদয় উপস্থিত হইবে। ইচ্ছামত সুখ-সম্ভোগে রত থাকিবার যে সমস্ত উপকরণের আবশ্যক, তাহার কোনটারই অভাব তথায় পরিলক্ষিত হইবে না।

(৫৮) আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ হইতে বেহেশ্‌তবাসিগণের জন্য শান্তির বাক্য কথিত হইবে। হাদীছ শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, সুকৃতিপরায়ণ লোকগণ বেহেশ্‌তবাসী হইলে খালেকে-মখ্‌লুক আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন; يا اهل الجنة السلام عليكم অর্থাৎ হে বেহেশ্‌তবাসিগণ, তোমাদের উপর চির-শান্তি বর্ষিত হউক।

أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ o (٥٩) أَلَمْ
أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا
تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ (٦٠) وَّأَنِ
اعْبُدُوْنِيْ ط هٰذَا صِرَاطٌ
مُّسْتَقِيْمٌ o (٦١) وَلَقَدْ أَضَلَّ
مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ط أَفَلَمْ
تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ o (٦٢) هٰذِهٖ

বিচ্ছিন্ন হও, হে অপরাধিগণ (৫৯)। হে আদমসন্তানগণ, আমি কি তোমাদের নিকট প্রকাশ করি নাই যে, তোমরা শয়তানের এবাদত করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য দুষ্মন এবং আমার এবাদত কর, ইহাই সরল পথ (৬০+৬১)। এবং অবশ্যই সে তোমাদের মধ্য হইতে বহু লোককে গোমরাহ্ করিয়াছে, অনন্তর তোমরা কি বুঝিতেছ না (৬২)।

(৫৯) খোদাতা'লা কেয়ামত-দিবসে গোনাহ্গারদিগকে তাহাদের অসৎ-কর্ম্মের শাস্তি-ভোগ হেতু নেক্কারদিগের দল হইতে পৃথক হইবার আদেশ করিবেন। কেননা বিচার-দিবসে সৎ-অসৎ উভয় দল একসঙ্গে উত্থিত হইয়া স্ব-স্ব কৃতি অনুসারে শান্তি অথবা শাস্তি-ভোগ হেতু বেহেশ্ত ও দোজখে প্রেরিত হইবে।

(৬০+৬১) যখন খোদাতা'লা গোনাহ্গারদিগকে পৃথক হইবার আদেশ প্রদান করিবেন, তখন তাহারা বহু অনুনয়-বিনয় ও ক্রন্দন সহ নিজেদের অজ্ঞতা-নিবন্ধন নির্দ্দোষ হইবার অজুহাত প্রদর্শন করিবে। তাহাদের উক্তি খণ্ডন করিয়া তখন খোদাতা'লা বলিবেন যে, হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলাম না যে, তোমরা শয়তানের অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। এবং তোমরা আমার আদেশানুবর্ত্তি হও, ইহাই তোমাদের জন্য সরল ও মোক্ষ পথ। আল্লাহ্তা'লা তদীয় প্রেরিত পুরুষগণ ও কেতাবের মধ্যস্থতায় স্পষ্টভাবে উপরোক্ত ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। তাহারই পুনরুল্লেখ সহ গোনাহ্গারদিগের ভিত্তিহীন দাবী খণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইবার কঠোর আদেশ প্রদান করিবেন।

(৬২) হে মানুষগণ, শয়তান তোমাদের মধ্য হইতে বহু লোককে পথহারা করিয়াছে, ইহা তোমরা বুঝিতেছ না কেন; এবং কেনই বা তাহার অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া সত্য পথের পথিক হইতেছ না?

جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ
تُوْعَدُوْنَ ٥ (٦٣) اِصْلَوْهَا
الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ٥ (٦٤)
اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ
وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ
اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ٥ (٦٥) وَلَوْ نَشَاءُ

এই সেই জাহান্নম, তোমরা যাহার প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছিলে (৬৩)। অদ্য ইহার মধ্যে প্রবেশ কর যেহেতু তোমরা কুফরী করিয়াছিলে (৬৪)।

এই দিবস আমি তাহাদের মুখ সমূহের উপর মোহর করিব এবং তাহাদের হস্ত সকল আমার সহিত কথা বলিবে এবং তাহারা যাহা করিতেছিল তদ্বিষয়ে তাহাদের চরণ সমূহ সাক্ষ্য প্রদান করিবে (৬৫)।

এবং যদি আমি ইচ্ছা করি

(৬৩+৬৪) উপরোক্ত কথা বলিবার পর যখন তাহাদিগকে দোজখের নিকটবর্ত্তী লইয়া যাওয়া হইবে, তখন খোদাতা'লার পক্ষ হইতে বলা হইবে যে, অসৎকর্ম্মী ও অবাধ্যগণ স্বকৃত অসতের ন্যায্য প্রতিফল স্বরূপ যে দোজখের শাস্তির প্রতিশ্রুতি 'রোজে-মীছাকে' প্রাপ্ত হইয়াছিলে, ইহা সেই দোজখ। পার্থিব জীবদ্দশায় তোমরা আমার যেরূপ অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিলে, আজ তাহারই প্রতিফল ভোগ হেতু দোজখে প্রবেশ কর।

(৬৫) কেয়ামত-দিবসে গোনাহ্‌গারদিগকে দোজখে প্রবেশ করিবার আদেশ প্রদান করা হইলে, তাহারা নিজেদের দোষসমূহ অস্বীকার ও দোজখে প্রবেশ করিতে আপত্তি উত্থাপন করিবে। তখন খোদাতা'লা তাহাদের মুখে মোহর করিয়া দিবেন; ইহাতে তাহারা আর কথা বলিতে পারিবে না। যৎকালে তাহারা বাক্‌শক্তিহীন হইয়া যাইবে, তৎকালে তাহাদের হস্ত-পদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়া খোদাতা'লার নিকট তাহাদের স্ব স্ব কৃত কার্য্যাবলীর সাক্ষ্য প্রদান করিতে থাকিবে। অর্থাৎ হস্ত, পদ, চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কর্ত্তৃক যে সমস্ত অন্যায় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎসমূহের সাক্ষ্য তাহারা নিজেই প্রদান করিয়া বলিবে যে, অমুক দিনের অমুক সময়ে তাহার সাহায্যে এই গোনার কার্য্য করা হইয়াছিল।

(৬৬—৭০) যদি খোদাতা'লা তাহাদিগকে পৃথিবীতে চক্ষু দান করিতে ইচ্ছা না করিতেন, তবে তাহারা কিরূপে গমনাগমন ও দর্শন করিতে পারিত।

لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا
الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ۝ (٦٦)
وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى
مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا
مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ۝ (٦٧)
وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى
الْخَلْقِ ط اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ۝ (٦٨)

নিশ্চয় তাহাদের চক্ষুর উপর আচ্ছন্নতা রাখিব, অনন্তর তাহারা এক পথ অবলম্বন করিবে, পরে কিরূপে দেখিতে পাইবে (৬৬)। এবং যদি আমি ইচ্ছা করি, অবশ্য তাহাদের স্থানে তাহাদিগকে রূপান্তরিত করিব, অনন্তর তাহারা চলিতে পারিবে না এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে না (৬৭)। এবং যাহাকে আমি দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছি তাহাকে সৃষ্টি-মধ্যে অবনত করি ; অনন্তর তাহারা কি বুঝিতেছে না (৬৮)।

এবং যদি খোদাতা'লা ইচ্ছা করিতেন, তবে তাহাদিগকে মনুষ্যরূপ হইতে রূপান্তরিত করিয়া বানর, শূকর, অথবা প্রস্তরাদিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতেন ; তাহা হইলে তাহারা কিরূপে মনুষ্যের ন্যায় গমনাগমন ও চলা-ফেরা করিতে পারিত ?

وما علمنه الشعر আমি তাঁহাকে অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে কবিতা শিক্ষা দিই নাই এবং কবিতা তাঁহার জন্য উপযুক্ত নয়। কেননা কবিদিগকে কবিতা রচনাকালে বহু অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক বিষয়ের উপর নির্ভর করিতে হয় ; কবিতার ছন্দ প্রভৃতির সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে যাইয়া বহু অসত্যের সমাবেশ তাহারা করিয়া থাকে। তাই খোদা-তা'লা বলিতেছেন, আমি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে কবিতা শিক্ষা দিই নাই এবং উহা তাঁহার জন্য উপযুক্ত নয়। তিনি প্রত্যেক প্রকার অতিরঞ্জিত, কাল্পনিক ও অসত্য হইতে বহু দূরে এবং সম্পূর্ণ মুক্ত। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে (দঃ) যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই উপদেশপূর্ণ আদর্শ মহাগ্রন্থ—কোরান শরীফ। উহাতে যাবতীয় হিতোপদেশ এবং ইহ-পারলৌকিক সর্ব্ববিধ মঙ্গল পন্থা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব সমাবেশ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি জীবিত আছে অর্থাৎ যাহার অন্তর জাগ্রত তাহার সুপথ প্রাপ্ত হইবার জন্য এই কোরানের সাহায্যে ভয় প্রদর্শন করিবেন। এবং অবিশ্বাসী (কাফের)

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا
يَنْبَغِىْ لَهٗ ط اِنْ هُوَ اِلَّا
ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ (٦٩)
لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّ يَحِقَّ
الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ (٧٠)
اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا
عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ
لَهَا مٰلِكُوْنَ ۝ (٧١) وَذَلَّلْنٰهَا
لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا
يَاْكُلُوْنَ ۝ (٧٢) وَلَهُمْ فِيْهَا
مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ط اَفَلَا

এবং আমি তাহাকে কবিতা শিক্ষা দিই নাই এবং উহা তাহার জন্য উপযুক্ত নয়; উহা উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরান ব্যতীত নহে (৬৯)। যে ব্যক্তি জীবিত আছে, তাহাকে সে যেন ভয় প্রদর্শন করে এবং কাফের-দিগের প্রতি কথা যথার্থ হয় (৭০)। তাহারা কি দেখিতেছে না যে, সেই সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু যাহা আমার হস্ত করিয়াছে তাহা তাহাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, অনন্তর তাহারা তাহার অধি-কারী হইয়াছে (৭১)। এবং উহাকে তাহাদের জন্য অনুগত করিয়াছি, অনন্তর উহার মধ্য হইতে তাহাদের বাহন এবং উহার মধ্য হইতে তাহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে (৭২)। এবং উহাতে তাহাদের জন্য উপকার সকল এবং পান আছে, অনন্তর

গণের কৃত কর্ম্মফল স্বরূপ যে ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কোরান শরীফের বাক্যে তাহার যথার্থতা প্রমাণিত হইবে।

(৭১—৭৩) অবিশ্বাসীগণ কি দেখিতেছে না যে, আল্লাহ্ তা'লা চতুষ্পদ জন্তু সকল সৃজন করিয়া তাহাদিগকে তৎসমুদয়ের অধিকারী এবং ঐ সমস্ত প্রাণীদিগকে তাহাদের অনুগত করিয়া দিয়াছেন। উক্ত জন্তু সমূহের কোনটি তাহাদের বাহন এবং কোনটি খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া প্রভূত উপকার সাধন করিয়া আসিতেছে। উহাদের পশম, চর্ম্ম, অস্থি, মাংস ও দুগ্ধ প্রভৃতি নানা কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। অবিশ্বাসিগণ তবুও কেন তাহাদের স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞ হইতেছে না।

يَشْكُرُونَ ۝ (٧٣) وَاتَّخَذُوا
مِنْ دُونِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ
يُنْصَرُونَ ۝ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ
مُحْضَرُونَ ۝ (٧٥) فَلَا
يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ

তাহারা কি কৃতজ্ঞ হইতেছে না (৭৩)। এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া সাহায্য পাইবার আশায় অন্য উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে (৭৪)। তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে না এবং তাহারা তাহাদের জন্য সৈন্যরূপে উপস্থাপিত হইবে (৭৫)।

অনন্তর তাহাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে, তাহারা গুপ্ত করিতেছে এবং

عملت ايدينا আমার হস্ত করিয়াছে। সাধারণতঃ কোন দ্রব্য নির্ম্মাণে নিজের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব প্রকাশকালে যেরূপ বলা হয় যে, ইহা আমি নিজের হাতেই করিয়াছি অর্থাৎ অন্যের সাহায্য ব্যতীত ইহা আমার স্বীয় ক্ষমতাতেই করা হইয়াছে। খোদাতা'লাও এস্থলে তদ্রূপ নিজের অতুলনীয় পূর্ণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া বলিতেছেন, অন্যের বিন্দুমাত্র সাহায্য ব্যতীত ইহা আমি স্বীয় অনন্ত শক্তি বলেই সৃজন করিয়াছি অর্থাৎ আমার হস্ত করিয়াছে। হস্ত অর্থে কুদরৎ (ক্ষমতা) বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ খোদাতা'লা হস্ত পদ অথবা কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আদি হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি অনুপম, অচিন্তনীয় এবং মহান।

(৭৪ + ৭৫) একমাত্র উপাস্য আল্লাহ্‌তালা কর্ত্তৃক উপরোক্ত নেয়ামতরাজি প্রাপ্ত হইয়াও অবিশ্বাসিগণ সাহায্য পাইবার আশায় অন্য উপাস্যের (দেব-দেবী, অবতার প্রভৃতির) আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ সমস্ত দেব-দেবী, পুত্তলিকাগণ তাহাদের বিন্দুমাত্রও সাহায্য করিতে পারিবে না; অধিকন্তু কেয়ামত-দিবসে উক্ত উপাস্য দেব-দেবীগুলি সৈন্যরূপে উপস্থিত হইয়া তাহাদের উপাসক (মূর্ত্তি-পূজক) দিগকে দোজখে নিক্ষেপ করিবে।

(৭৬) হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে (দঃ) অবিশ্বাসীগণ নানাবিধ কুবাক্য প্রয়োগ ও তিরস্কার করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য-পথে ঘোর বিঘ্ন জন্মাইতে চেষ্টা পাইত। খোদাতা'লা এই আয়তে হজরতকে শান্তনা প্রদান ও কাফেরদিগের অবশ্য পরিণাম ঘোষণা করিতেছেন—হে মোহাম্মদ! কাফেরদিগের তিরস্কার, উপহাস ও নিন্দাবাদে যেন আপনার অন্তর দুঃখিত না হয়। আমি উহাদের গুপ্ত ও ব্যক্ত সমস্ত বিষয়ই অবগত আছি এবং তাহাদিগকে তাহার উচিৎ শাস্তি প্রদান করিব।

مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○(٧٦)
اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ
مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ
مُّبِيْنٌ ◎ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا
مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ط قَالَ
مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ
رَمِيْمٌ ○ (٧٨) قُلْ يُحْيِيْهَا
الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُۨ (٧٩)
نِ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ

তাহারা যাহা ব্যক্ত করিতেছে নিশ্চয় আমি তৎসমস্ত অবগত হইতেছি (৭৬)। মনুষ্যগণ কি দেখে নাই যে, নিশ্চয় আমি তাহাকে শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, অনন্তর সে হঠাৎ স্পষ্ট বিদ্রোহী হইল (৭৭)। এবং আমার জন্য দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিল ও তাহার সৃষ্টি (বিষয়) ভুলিয়া গেল ; বলিল, কে গলিত অস্থিকে জীবিত করিবে (৭৮)। বল, যিনি প্রথমবার তাহাকে জীবিত করিয়াছেন, তিনিই উহা করিবেন এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টি-বিষয়ে জ্ঞাতা (৭৯) যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপন্ন

(৭৭) তফছীরে এই আয়তের 'শানে-নজুল' বর্ণিত হইয়াছে, একদা ওবাই-এব্‌নে খলফ্‌ একখণ্ড পুরাতন অস্থি লইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হয় এবং জিজ্ঞাসা করে যে, এই শুষ্ক ও জীর্ণ অস্থিখণ্ড নাকি খোদাতা'লা পুনরায় জীবিত করিবেন ? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন—হাঁ ; নিশ্চয় উহা খোদা-কর্তৃক পুনর্জ্জীবিত হইবে এবং অবশ্যই তিনি উহা করিতে পূর্ণ সক্ষম। এই ঘটনার পরে আয়ত নাজেল হইয়া স্পষ্টই ঘোষণা করিতেছে যে, বিন্দুমাত্র শুক্র ও আর্ত্তবের সংমিশ্রণে যে খোদাতা'লা পূর্ণ অবয়বধারী মানব সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তিনিই জীর্ণ অস্থি-কণা হইতে সেই মানবদেহের পুনরুদ্ধার করিতে সম্পূর্ণ পারগ।

(৭৮+৭৯+৮০) অবিশ্বাসী মানব খোদাতা'লার অনন্ত, অনুপম শক্তিকে স্বীয় অক্ষমতার সহিত তুলনা করিয়া বলিতে লাগিল, এইরূপ গলিত অস্থিকে জীবিত করা কাহার সাধ্য ! এই কথায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাহারা নিজেদের সৃষ্টিকৌশল ভুলিয়া গিয়াছে, নতুবা ঐরূপ অসঙ্গত কথা বলিতে পারিত না। তাই খোদাতা'লা বলিতেছেন —হে [মোহাম্মদ] তুমি বল,] অর্থাৎ যাহারা বলিতেছে,

الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ○ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○ (٨١) إِنَّمَا

করেন, অতঃপর তোমরা তাহা হইতে অগ্নি উদ্দীপন কর (৮০)। যিনি আছ্মান-জমীন্ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? হাঁ; এবং তিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্ত্তা ও জ্ঞানী (৮১)। ইহা ব্যতীত নহে যে, তাঁহার

গলিত অস্থি পুনরায় কে জীবিত করিবে? তাহাদের এতাদৃশ অবিশ্বাস মূলক প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলুন, যে খোদাতা'লা বিন্দুমাত্র শোণিত (শুক্র ও আর্ত্তব) হইতে উহাদিগকে প্রথমে সৃষ্টি ও জীবিত করিয়াছেন এবং যে খোদাতা'লা অনস্তিত্বের মধ্য হইতে অস্তিত্বের বিকাশ সাধন করিয়াছেন, সে সর্ব্বশক্তিমান কাদেরে মৎলক্ আল্লাহ্‌তা'লাই তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিবেন। নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক প্রকার সৃষ্টি-বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানী ও অদ্বিতীয় শক্তিবান।

الذي جعل لكم الخ যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ হইতে আগুন পয়দা করিয়াছেন। অর্থাৎ সরল ও সবুজ বর্ণ বৃক্ষ হইতে তিনি আগুন বাহির করেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্পষ্টই জানা গিয়াছে যে, সরল ও সবুজ বৃক্ষ এমন কি বিশাল বারিধি মধ্যেও অদৃশ্যভাবে আগুন নিহিত রহিয়াছে। জঙ্গলের বৃক্ষশাখায় ঘর্ষণ লাগিয়া সময়ে সময়ে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, উহাকেই দাবানল বলে এবং উহার প্রবল অনল অনেক সময়ে শত শত মাইল ব্যাপী জঙ্গল ও লোকালয় ভস্মীভূত করিয়া দেয়। আবার সমুদ্রের বিচীমালা পরস্পরে আঘাতীত হইয়া যে অত্যাশ্চর্য্য ও ভীষণ অগ্নি-লহরীর সৃষ্টি করে, উহাকেই বাড়বানল বলে।

তফ্ছীরে বর্ণিত আছে, مرخ মারখ্ ও عفار আফার নামক বৃক্ষদ্বয়ের কাঁচা ডাল হইতে নিঃসৃত তরল আঁটা পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণ করিলে আগুন জ্বলিয়া উঠে। আরব দেশে সাধারণতঃ উহা দ্বারা আগুন জ্বালাইবার নিয়ম প্রচলিত আছে। তাই খোদাতা'লা বলিতেছেন, সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপন্ন করা হইয়াছে এবং তৎপরে তোমরা উহা হইতে আগুন জ্বালাইয়া থাক।

(৮১+৮২) যে অতুলনীয় শক্তিশালী আল্লাহ্‌তা'লা আছ্মান-জমীন ও তন্মধ্যস্থ যাহা কিছু এবং সমগ্র সৃষ্টি সৃজন করিয়াছেন, সেই অদ্বিতীয় খোদাতা'লা

آمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ
يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ (۸۲)
فَسُبْحٰـنَ الَّذِيْ بِيَـدِهٖ
مَلَكُـوْتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَّاِلَيْـهِ تُرْجَعُـوْنَ ○ (۸۳)

আদেশ; যখন তিনি কিছু ইচ্ছা করেন, তাহার জন্য বলেন—হও, পরে হইয়া থাকে (৮২)। অনন্তর তাঁহারই পবিত্রতা, যাঁহার হস্তে সমুদয় পদার্থের কর্তৃত্ব, এবং তাঁহারই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে (৮৩)।

কি তৎসমুদয়ের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? হাঁ; অবশ্যই তিনি উহা করিতে পূর্ণ সমর্থ এবং তিনিই মহা-স্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী। সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাময় খোদাতা'লা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন আদেশ করেন—হও; তৎপরে উহা সৃষ্টি হইয়া যায়। সুতরাং কোন কিছু সৃষ্টি করিতে হইলে খোদাত'লাকে কাহারাও বা কোন দ্রব্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না; বরং কেবলমাত্র আদেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা সম্পন্ন হইয়া যায়। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন; সমগ্র জগৎ তাঁহার চির-মুখাপেক্ষী।

(৮৩) সমুদয় জীব ও জড়জগত এবং যাবতীয় সৃষ্টির একমাত্র অধিকর্ত্তা মহান আল্লাহ্‌তালার জন্যই সম্যক প্রশংসা এবং অবর্ণনীয় পবিত্রতা। মরণান্তে সকলকেই সেই খালেকে-দো-জাহাঁন, মালেকে-কওনো-মকাঁন আহ্‌কামোল্ হাকেমীন্ আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে স্ব-স্ব কার্য্যের হিসাব-নিকাশ প্রদান ও প্রতিফল গ্রহণ হেতু প্রত্যাগমন করিতে হইবে।

সম্পূর্ণ।

ফুরফুরা শরীফ PDF লাইব্রেরী

ছুরা ইয়াছীন্ মক্কা-শরীফে নাজেল হইয়াছিল।

মক্কা-শরীফের নকুশা

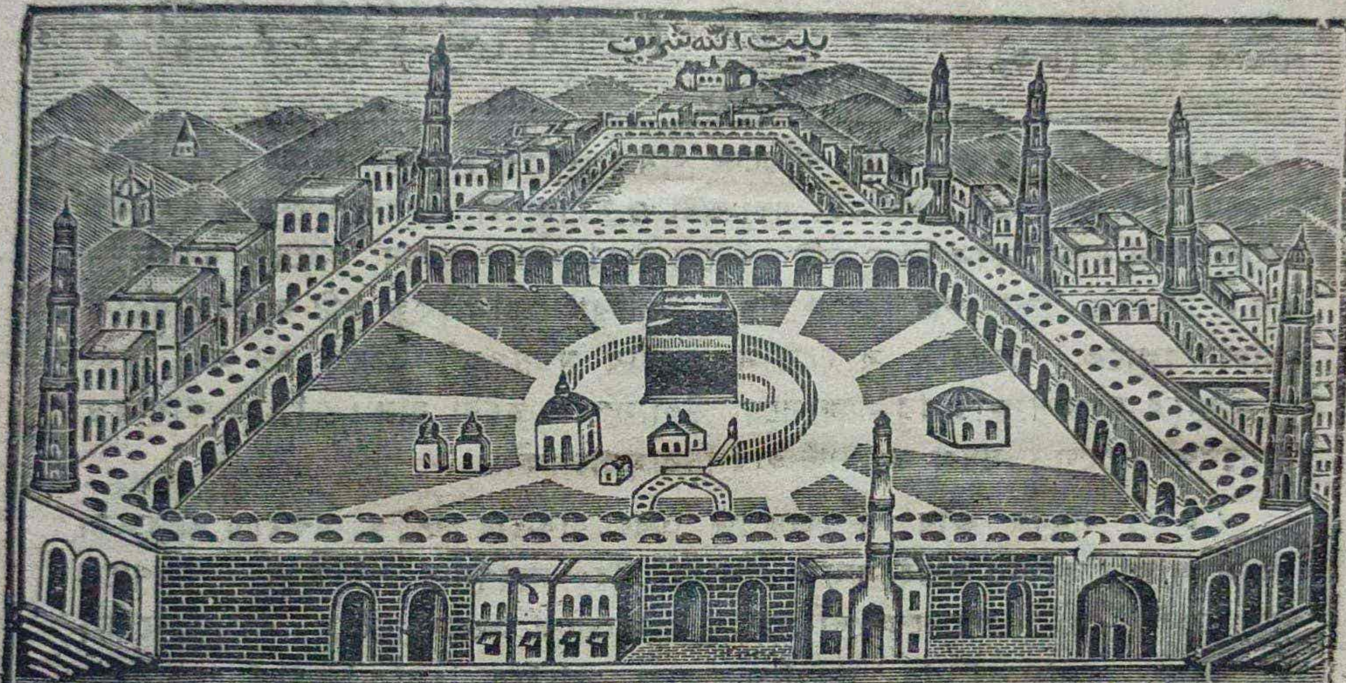

মোসলেমের নিত্য-সহচর বেহেশতের সম্বল

শরিয়তে-এসলাম

প্রতি মাসে নিয়মিত বাহির হইতেছে।

কোর্-আন, হাদিস, তফসির, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন ও বেদ, পুরাণ, বাইবেলের বিষদ আলোচনা সহ এস্‌লামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং শুদ্ধি, খৃষ্টান প্রভৃতি এস্‌লাম বিদ্বেষিগণের ভ্রান্তি প্রকাশে "শরিয়তে-এসলাম" শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব ইহাতে মতামত ও ফতোয়া এবং মওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব প্রয়োজনীয় বহু মসলার উত্তর প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ আলেম মওলানা হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী সাহেবের সম্পাদনায় ইহা পরিচালিত হয়। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থে বাৎসরিক মূল্য মাত্র ১৲ টাকা, ভিঃ পিঃতে ১।৹ সিকা। আজই ইহার গ্রাহক হউন।

ম্যানেজার—শরিয়তে-এসলাম

১৩, গ্রান্ট ষ্ট্রীট (চাদনী),

কলিকাতা।

ফুরফুরার জনাব হজরত পীর সাহেব কেবলার অনুমোদিত ও প্রশংসিত

কয়েকখানি অতি আবশ্যকীয় কেতাব

১। একামাতুছছুন্নাত বা বেদয়াত খণ্ডন ঃ—বেদয়াতী-বেশরা পীর ফকীরের যাবতীয় বেদয়াত মত ও কার্য্যের দলীল সহ অকাট্য প্রতিবাদ ; এবং হজরত বড় পীর সাহেবের কওল, প্রকৃত পীর মুরীদের পরিচয় এই কেতাবে আছে। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

২। দাফেয়ে জোলমাত ও দীন্ দুনিয়ার শান্তি ঃ—বিনা পয়সায় দীন্ দুনিয়ার শান্তি ও মঙ্গল হইতে পারে কিনা, ওজরৎ গ্রহণ করা জায়েজ কিনা, অমূল্য রত্ন পাথরের তা'জীম করা হারাম কিনা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় সহ আজানগাহী দলের ভ্রান্তমত সমূহের অকাট্য প্রতিবাদ ইহাতে আছে। পাঠ করা বিশেষ আবশ্যক। মূল্য ছয় আনা।

৩। তা'লীমে এস্‌লাম ও নামাজ শিক্ষা ঃ—ঈমান, কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাৎ, ওজু, গোছল, জোমা, তারাবিহ, কোরবাণী, ফেৎরা, নেকাহ, জানাজা, নামাজের নিয়তআদি এবং ছুরা প্রভৃতি আরবী ও বাংলা ভাষায় আছে। মূল্য চারি আনা।

৪। কারামাতে আওলিয়া ও শাহ সাহেবের জীবনী ঃ—হিন্দু-সন্তান প্রতাপচন্দ্র সেনের এস্‌লাম গ্রহণ কাহিনী, অলি হইবার ঘটনা, দেশ পর্য্যটনের বিস্ময়কর বিবরণ, তাঁহার (শাহ্ আবদুল মু'মেন সাহেবের) ও ফুরফুরার জনাব পীর সাহেবের কারামাত এবং বহু মসলা মাসায়েল ইহাতে আছে। মূল্য ছয় আনা।

৫। ওজীফা—এরশাদে ছিদ্দীকিয়া ঃ—নক্‌শবন্দিয়া, মোজাদ্দেদীয়া, চিশ্‌তীয়া কাদেরিয়া তরীকাসমূহের নিয়ম, নিয়ত, দোয়া, দরূদ এবং পীরগণের শেজরা ও জনাব পীর সাহেব কেবলার নছব-নামা ইহাতে আছে। মূল্য ৶০ দুই আনা মাত্র।

৬। ছুরা ইয়াছীন্ ঃ—মূল্য ৵০ তিন আনা।

কেতাব পাইবার ঠিকানা ঃ—

১। মুন্‌শী হাজি মোহাম্মদ বাকাউল্লাহ মল্লিক, ২ নং গ্রান্ট ষ্ট্রীট (চাঁদনী), কলিকাতা। ২। শরিয়ত লাইব্রেরী, ১৩, গ্রান্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩। এনায়েতপুর, পোঃ চুড়ামনকাঠি—যশোহর।